ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়াদারভ্য

পঞ্চমং পর্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের ষোলটী ঋক উষাদেবতা-বিষয়ক। উষাদেবতা বলিতে, ব্যাখ্যাদিতে সাধারণতঃ উষাকালকে লক্ষ্য করা হয়। তদনুসারে ঋক্ সমূহে উষাকালের বর্ণনা আছে—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উষাদেবতার সহিত উষাকালের সম্বন্ধ-সূচনার অর্থ যে পরিগ্রহ হয় না, তাহা আমরা বলি না। তবে সে অর্থে, স্থানে স্থানে যে অসামঞ্জস্য রহিয়া যায়, ইহাই আমাদের বক্তব্য। কিরূপ অসামঞ্জস্য, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রগুলির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারেই ঐ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। মন্ত্রার্থে প্রকাশ,—'উষাদেবতা বহু অশ্ববিশিষ্ট ও বহু গো-যুক্ত ধনের প্রদাত্রী।' অর্থাৎ, তিনি যজমানকে বহু ঘোড়া ও গরু দান করেন। (এ পক্ষে দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থ লক্ষ্য করুন)। বুঝিয়া দেখুন,—এখানে এ অর্থের কি সঙ্গতি আছে? উষাকাল কি প্রকারে গরু ও ঘোড়া প্রদান করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অবশ্য অন্যরূপ। সে অর্থ যথাস্থানেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু যাঁহারা উষাদেবতাকে উষাকাল-রূপে কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের অর্থেই ঐ প্রকার অসামঞ্জস্য-দোষ বর্ত্তিয়া থাকে। এইরূপ আরও অসামঞ্জস্য উল্লেখ করিবার আছে। "তিনি দ্বেষ্টাদিগকে ও শত্রুদিগকে নিরাকরণ করেন" (অষ্টম ঋকের প্রচলিত অর্থ); তিনি "বৃহৎ রথের দ্বারা আগমন করেন" (দশম ঋকের প্রচলিত অর্থ); তিনি "সোমপানার্থ দেবতাদিগকে আনয়ন করেন (দ্বাদশ ঋকের প্রচলিত অর্থ);—এ সকল অর্থেই বা কি প্রকারে তাবসঙ্গতি থাকিতে পারে? বস্তুতঃ, উষাদেবতা বলিতে উষাকালকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমাদিগের মতে,—

'উষা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী; যে দেবতার আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষে সহায়তা করে, তাহাই উষা নামে প্রখ্যাত হয়।' মন্ত্রার্থ আলোচনায় এতদর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

এখন, এই সূক্তের মধ্যে, প্রত্নতত্ত্বের কি উপাদান প্রাপ্ত হই—দেখা যাউক। এই সূক্তের তৃতীয় ঋক্ হইতে ("সমুদ্রেন শ্রবস্যবঃ" বাক্যে) ভারতীয় বণিকগণের ধনোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথে গতাগতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্যমতাবলম্বী অনেকেরই একটা বিশ্বাস আছে, বেদে ক্রিয়া-কর্ম্মে কেবল ঐহিক সুখেরই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই সূক্তের নবম ঋকের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতেই পারত্রিক সুখ কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত, সপ্রমাণ হয়। মহর্ষি কণ্ব-ঋষির নাম এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণের নাম উচ্চারণ করিতেন,—এই সূক্তের চতুর্থ ঋকে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। অধুনা প্রভাতে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী" প্রভৃতি নারীগণের এবং "পুণ্যশ্লোকো নলরাজা" প্রভৃতি নরগণের নাম যে উচ্চারিত হয়; সে কালেও—বেদের সময়ও—তাহা প্রবর্ত্তিত ছিল;—চতুর্থ ঋকের ভাষ্যভাবে তাহা মনে করিতে পারি। গোরু, ঘোড়া, আর অন্ন পাইলেই যে তখনকার মানুষেরা পরিতৃপ্ত হইতেন,—মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানের প্রার্থনায় তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। আমাদিগকে গৃহ দান করুন, গাভী দান করুন, বহুবিধ ধন দান করুন,—এরূপ প্রার্থনা এই সূক্তের অনেক মন্ত্রেই (একাদশ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ প্রভৃতি) প্রচলিত অর্থে প্রতীত হয়। 'উষাদেবতা প্রাণিগণকে জরাগ্রস্ত করেন, তাহাদিগের বয়োহানি করেন তিনি পাখীদিগকে উড়াইয়া দেন, তিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করেন' (পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন); —এইরূপ সব অর্থ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই। কেহ কেহ তাহা হইতে ভাব আনেন,—উষা যে প্রত্যহ উদয় হন, তাহাতে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, দিন দিন আয়ু কমিয়া যায়, প্রভাতে পাখীরা আহারান্বেষণে গমন করে, মানুষেরা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে,—এই সকল বিষয়ই ঐ সকল বাক্যে প্রখ্যাত আছে। এই সূক্তের একটী ঋকের (চতুর্দ্দশ ঋকের) প্রচলিত অর্থে, ঋষিরা যেন মন্ত্র রচনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন ভাব আসে পূর্ব্বে ঋষিরা যেরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিতেছি; সুফল প্রদান করুন। সেখানে এই ভাব প্রকাশমান। ফলতঃ নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ এবং অসভ্য আদিম অবস্থার শৃঙ্খলাশূন্য রচনার আদর্শ মন্ত্রগুলিতে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে এই ভাব—এইরূপ প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের দৃষ্টি কিন্তু অন্যরূপ। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর এক ভাবের মধ্য দিয়াই মন্ত্রগুলির অর্থসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। পার্থিব সামগ্রী সকলের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধের বিষয় সূচনা করা যাইলেও, ঐ সকল মন্ত্রে অপার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে প্রতি ঋকের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া দেখুন; দেখিবেন—সকল প্রকার অর্থের মধ্য হইতেই সত্যতত্ত্ব কেমন আপনিই হৃদ্গত হইয়া আসিবে।

• বাণিজ্যোদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে আর্য্যগণের গতাগতির প্রমাণ, ঋগ্বেদে নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক স্থানে ইহার সম্যক্ আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। উষাদেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বার্হতে ছন্দসি। প্রাতরনুবাকে উষস্তে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।

সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি

রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সহ। বামেন। নঃ। উষঃ। বি। উচ্ছ। দুহিতঃ। দিবঃ।

সহ। দ্যুম্নেন। বৃহতা। বিভাঽবরি।

রায়া। দেবী দাস্বতী ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য, সত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্তস্য) 'দুহিতঃ' (পুত্রি, উৎপন্নে, শুদ্ধসত্ত্বাধারাতে) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বামেন সহ' (শ্রেষ্ঠধনেন সহ, পরমার্থরূপেণ ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ব্যুচ্ছ' (বিশেষেণ প্রকাশস্ব); 'বিভাবরি' (হে প্রভান্বিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে!) 'বৃহতা' (প্রভূতেন) 'দ্যুম্নেন সহ' (দীপ্তিমতা ধনেন সহ, জ্ঞানকিরণেন সহ) 'বুচ্ছা' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষপ্রকারেণ প্রকাশস্ব) ইতি শেষঃ; 'দেবি' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতে!) 'রায়া' (ধনেন, পরমার্থরূপধনবিতরণেন) 'দাস্বতী' (দানযুক্তা সতী) 'বুচ্ছা' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষেণ প্রকাশস্ব)।

ইতি শেষঃ। হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনস্য প্রতি অস্মাকং দৃষ্টিং সঞ্চালয়, অস্মভ্যং জ্ঞানধনং চ প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গের নন্দিনি (শুদ্ধসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন) জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের জন্য পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধনের সহিত সর্ব্বতোভাবে বিশেষ-প্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; প্রভাম্বিতে (অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে)! প্রভূত প্রকারে দীপ্তিমান্ ধনের সহিত (জ্ঞানকিরণের সহিত) সর্ব্বতো-ভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতে (দেবি)! পরমার্থ-রূপ ধন বিতরণের দ্বারা দানযুক্তা হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত করুন, আর আমাদিগকে পরমধন জ্ঞানধন দান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দুহিতর্দিবঃ। দ্যু দেবতায়া পুত্রি। উষঃ। উষঃকাল-দেবতে নোঽস্মদর্থং বামেন ধনেন সহ বুচ্ছ। প্রভাতং কুরু। হে বিভাবরি। উষোদেবতে বৃহতা প্রভূতেন দ্যুম্নেনান্নেন সহ বুচ্ছ। হে দেবি ত্বং দাশ্বতী দানযুক্তা সতী রায়া পশুলক্ষণেন ধনেন সহ বুচ্ছ॥

উচ্ছা। উছী বিবাসে। দুহিতর্দিবঃ। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বর ইত্যত্র পরমপি ছন্দসীতি বচনাৎ দিব ইত্যস্য পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাবে সত্যামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিভাবরি। ভা দীপ্তৌ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুদেবতাপুত্রি উষাকালদেবতে, আপনি আমাদিগের নিমিত্ত ধনের সহিত প্রভাত করুন বা প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রভাতকালেই যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)। হে বিভাবরি উষাকালদেবতে! আপনি প্রভূত অন্নের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রাতঃকালেই যেন আমরা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারি)। হে দেবি! আপনি দানশীলা হইয়া পশুরূপ ধনের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ আপনার দানশীলতা জন্য যেন প্রাতঃকালে আমরা পশুরূপ ধন লাভে সমর্থ হই)।

উচ্ছা। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দুহিতর্দিবঃ। সুবামন্ত্রিত শব্দ পরে থাকিলে স্বরের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। এই স্থলে 'পরমাপ ছন্দসি' এই বচনানুসারে 'দিব্' এই শব্দের পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাব হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী আমন্ত্রিত সমুদায় অষ্টমিকের নিঘাত ও সর্ব্বাংশের অনুদাত্তত্ব হয়। বৃহতা। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিভাবরী। দীপ্ত্যর্থক 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আতো-

উষাদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে উহার অর্থ হয়—'প্রভান্বিতে', 'অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে।' সেই অর্থই আমরা গ্রহণ করিলাম। "দ্যুম্নেন সহ" পদদ্বয়ে কেন "অন্নেন সহ" অর্থ আনিতে যাই? 'দ্যু ম্নন' পদে দ্যুতিমান্ ধনের প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। তাহাতে ঐ ধনকে 'জ্ঞান-কিরণ'-রূপ ধন বলিয়াই মনে করা যায়। তদনুসারে ঐ অংশের প্রার্থনার ভাব হয়,—'অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি হে দেবি! প্রভূত জ্ঞান কিরণ-দানে আমার হৃদয়কে আলোকিত করুন। আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হউক।'

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব পরিগ্রহণ করা যাউক। ঐ অংশের সম্বোধন'—দেবি!' দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্তা যিনি, তিনিই দেবী নামে অভিহিতা হন। সেইরূপ তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। এখানে প্রার্থনার উপযোগী বিশেষণই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে মন্ত্রের তিন অংশের ত্রিবিধ সম্বোধনের ও তিন প্রকার প্রার্থনারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। যখন তাঁহাকে 'স্বর্গের দুহিতা উষা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। তার পর, 'বিভাবরি' বলিয়া যখন সম্বোধন করা হইল, তখন তাঁহার নিকট অজ্ঞানতা-নাশের কামনা প্রকাশ পাইল। পরিশেষে যখন তাঁহাকে 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে, তখন তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গত সম্বোধন—সঙ্গত প্রার্থনা। 'রায়' ও 'রয়ি' প্রভৃতি পদে কি ধন বুঝাইয়া থাকে, তাহা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদে পশ্বাদি ধন বুঝাইবার কোনও হেতুবাদ অন্বেষণ করিয়া পাই না। ফলতঃ, দেবীকে তিন ভাবে সম্বোধন করিয়া, তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের, অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের এবং পরমার্থ-রূপ অমূল্য ধন-দানের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'দেবি! আমায় জ্ঞান দেও; আমার অজ্ঞানতা নাশ কর; আমার পরমধন লাভ হউক।' এই মন্ত্র-সম্বন্ধে ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৪৮সূ—১ম)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।

উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ

রাধো মঘোনাং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ॥

অশ্বাবতীঃ। গোমতীঃ। বিশ্বসুবিদঃ। ভূরি। চ্যবন্ত। বস্তবে।

উৎ। ঈরয়। প্রতি। মা। সূনৃতাঃ। উষঃ। চোদ।

রাধঃ। মঘোনাং ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বাবতীঃ' (ব্যাপক গুণবিশিষ্টাঃ, প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুক্তাঃ) 'বিশ্বসুবিদঃ' (কৃৎস্নধনস্য সুষ্ঠুলম্ভয়িত্র্যঃ, পরমধনপ্রদায়িত্র্যঃ) উষোদেবতাঃ 'বস্তবে' (তরিবাসভূতায়, তদনুগতায় জনায়) 'ভূরি' (প্রভূতং ধনং—জ্ঞান-ভক্তি-রূপং) 'চ্যবন্ত' (প্রাপ্নুয়ঃ, বিতরন্তি ইতি যাবৎ); 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'মা' (মাং) 'প্রতি' (উদ্দিশ্য) 'সূনৃতাঃ' (প্রিয়ভিত্তবাচঃ, সদুপদেশং ইতি যাবৎ) 'উদীরয়' (ব্রূহি); তথা 'মঘোনাং' (ধনবতাং, জ্ঞানিনাং) 'রাধঃ' (ধনং—প্রজ্ঞানরূপং) 'চোদ' (প্রেরয়)। উষাদেবতা জ্ঞানভক্তীনাং আধারস্বরূপা। সা দেবী বহুরূপা সতী অনুগতজনানাং শ্রেয়ঃসাধনং করোতি। অতঃ প্রার্থনা, হে দেবি! সদুপদেশদানেন মাং সৎপথানুবর্ত্তিনং কুরু, পরমং ধনং চ প্রযচ্ছ। (১ম—৪৮সূ—২খ)॥

আতো মনিন্নিত্যাদিনা বনিপ্। বনো র চেতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারস্য রেফাদেশঃ সম্বুদ্ধৌ হ্রস্বত্বং। দাশ্বতী। ডুদাঞ্ দানে। ভাবেঽনুনপ্রত্যয়ঃ। দা দানমস্যা অস্তীতি দাশ্বতী। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (৫৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

———‡•‡———

সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ত্রিবিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—ধনের (অর্থাদির); দ্বিতীয় প্রার্থনা—অন্নের (খাদ্যাদির); তৃতীয় প্রার্থনা—পশ্বাদির (গবাদির)। উষাদেবতার নিকট ঐ তিন সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ পক্ষে বলা হইতেছে,—'হে উষা! তুমি প্রভাত হও; ধনের সহিত প্রভাত হও; অন্নের সহিত প্রভাত হও; পশ্বাদির সহিত প্রভাত হও।' এই প্রকার অর্থে, এখানে এক অভিনব কবিত্বের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। সে প্রার্থনা,—'উষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথ্বী ধন-ধান্য-পশ্বাদির আনন্দ-অভিষারে অভিষিক্ত হউক! আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় ঐ সকল সামগ্রীতে আমরা সুখ-সম্পৎ লাভ করি।' * এ প্রার্থনা সঙ্গত ও সুষ্ঠু প্রার্থনা বটে; তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এরূপ

মনিন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'বনিপ্' প্রত্যয়। 'বনো রচেতি' সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' ও তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'ন' স্থানে 'র' আদেশ হইয়া সম্বোধনে হ্রস্ব হইয়াছে। দাশ্বতী। দানার্থক 'ডুদাঞ্' দা-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অনুন্' প্রত্যয়। দান আছে যাহার—এই বাক্যে দাশ্বতী পদ হইয়াছে। 'মাদুপধায়া' এই সূত্রানুসারে 'মতুপের' মকার স্থানে 'ব' হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

* এই ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে এই কবিত্বের উচ্ছ্বাস বেশ উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটি; যথা;—

O Usha! daughter of heaven! dawn upon us with riches. O diffuser of light! dawn upon us with abundance of food. O beautiful goddess! dawn upon us with wealth of cattle.

বলা বাহুল্য, সায়ণ 'রায়া' পদের প্রতিবাক্যে "পশুলক্ষণেন ধনেন সহ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেই গবাদি পশুর প্রার্থনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই উষাকে উষাকাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র অর্থের সঙ্গতি থাকে নাই। যাহা হউক, মন্ত্রে কি ভাব কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের একটু পরিচয়ে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করুন, আমরা মন্ত্রটীকে কিরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তার পর বুঝিয়া দেখুন,—কোন্ পদের কোন্ অর্থ আমরা সঙ্গত মনে করি। 'উষা' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে দেবী যে স্বর্গস্থ (স্বর্গীয়) শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জ্ঞানের উন্মেষ হয় কি প্রকারে? সত্ত্বভাবই জ্ঞানোন্মেষের হেতুভূত। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাই উষার সম্বোধনে "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদ প্রযুক্ত দেখি। তার পর, "বামেন সহ" বলিতে সাধারণ অর্থাদি ধন বুঝায় না। 'বাম' শব্দ—শ্রেষ্ঠার্থ-জ্ঞাপক। 'বামেন সহ' বলিতে, 'শ্রেষ্ঠ ধন সহ' অর্থই সঙ্গত হয়। এ পক্ষে "বামেন সহ বুচ্ছা" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'হে দেবি! পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের সহিত আপনি প্রকাশমানা হউন,—অর্থাৎ সেই ধনের প্রতিই আমাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক।' ফলতঃ, 'আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হউক, আর সেই জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমরা যেন পরমার্থ-রূপ ধনের প্রতি আকৃষ্ট হই'—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "বিভাবরি বৃহতা দ্যুম্নেন সহ" এই কয়েকটী মাত্র পদ আছে। "বুচ্ছা" ক্রিয়া-পদের আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পাইতেছে। উষাদেবতা বিশেষভাবে কি প্রকাশ করিবেন? অথবা, কোন্ অপার্থিব বস্তুর সহিত তিনি প্রকাশমান্ হইবেন? যেন তাহারই উত্তর—'বৃহতা দ্যুম্নেন সহ'। এ অংশের প্রথম 'বিভাবরি' পদের অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা হইলেই 'বুচ্ছা' পদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বোধগম্য হইবে। অধুনা 'বিভাবরি' পদে সাধারণতঃ রাত্রিকে বুঝায়। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকারগণ সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অপিচ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-অনুসারে ঐ পদে বিপরীত অর্থও দ্যোতিত হয়। এখানে ঐ পদ

করিতেছি। 'অশ্ব'-শব্দ ও 'গো'-শব্দ বেদে যেখানেই ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, ঐ দুই পদ প্রায় সর্ব্বত্রই যথাক্রমে প্রেমভক্তি ও জ্ঞানসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি বুঝাইতে ঐ দুই পদ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। * তদনুসারে 'অশ্বাবতীঃ' পদে 'ব্যাপকগুণ-বিশিষ্টাঃ' 'প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারি; এবং 'গোমতীঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণসংযুতাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। উষাদেবতা সম্বন্ধে ঐ দুই পদের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের সার্থকতা অল্প আয়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। মানুষ যখন জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর অনুকম্পা লাভ করে, হৃদয়ে যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন ব্যাপক-রূপে প্রেম-ভক্তি হৃদয়ে বিকাশ পায়, তখন স্বতঃই হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই উষাদেবতাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তার পর, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে যাবতীয় ধন—সকল ধনের সার পরমার্থ ধন—আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সেই দেবতার আর এক বিশেষণ—'বিশ্বসুবিদঃ'।

অতঃপর "বস্তবে ভূরি চ্যবন্ত" বাক্যাংশে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া দেখুন! 'বস্তবে' পদে 'তাঁহাতে বাসশীল' অর্থাৎ 'তাঁহার অনুগত জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন' ভাব আসে। সেইরূপ লোককে উষাদেবতা 'ভূরি' প্রভূতধন (ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি) প্রদান করেন। ঐ বাক্যাংশে এই অর্থই আমরা প্রাপ্ত হই। এখন, এখানে উষাদেবতার সম্বন্ধে বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইল কেন? এ এক সংশয় প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে! তাহার উত্তর—দেবতা এক হইয়াও বহু। যখন বহু জনের অসংখ্য জনের হৃদয়ে দেবতার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন তাঁহাতে বহুত্বের আরোপ করা যায়। সেইভাবে, শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপন উদ্দেশে, এখানে তাঁহাকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের ভাবটুকু উপলব্ধি করা যাউক।

---

* প্রথম মণ্ডলের উনত্রিংশৎ সূক্তের সাতটী ঋকে পর্য্যায়ক্রমে 'গোষ্বশ্বেষু' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থে, এবং নবম সূক্তের সপ্তম ঋকের 'গোমৎ' পদের ও ত্রয়োবিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের 'গোভিঃ' পদের, অপিচ সপ্তবিংশ প্রভৃতি সূক্তের 'অশ্বং' প্রভৃতি পদের আলোচনায়,—এ বিষয় বিশদীকৃত দেখিবেন।

এখানে প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনার কৃপায়, আপনার উপদেশ পাইয়া, প্রিয়-হিত বাক্যে আমার মন প্রবৃদ্ধ হউক।' দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'জ্ঞানিগণের ভোগ্য যে ধন, জ্ঞানীরা যে ধনে ধনী, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন।' জ্ঞানিগণের সংসর্গে আমার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাউক,—এ ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, সৎপথানুবর্ত্তী হইবার জন্য, পরম ধন পাইবার জন্য, ব্যগ্রতাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।

যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে

সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উবাস। উষাঃ। উচ্ছাৎ। চ। নু। দেবী। জীরা। রথানাং।

যে। অস্যাঃ। আহচরণেষু। দধ্রিরে।

সমুদ্রে। ন। শ্রবস্যবঃ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথানাং' (সৎকর্ম্মরূপযানানাং) 'জীরা' (প্রেরয়িত্রী) 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তা) 'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'উবাস' (পূর্ব্ববর্ত্তীনাং জনানাং হৃদি নিবাসমকরোৎ) 'চ' (এবং) 'নু' (নিশ্চিতং) 'উচ্ছাৎ' (উষ্যাৎ, বসেৎ—অধুনাজাতানাং সর্ব্বেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালং অস্মান্ সৎকর্ম্মণি উদ্বোধয়তি ইতি

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকগুণবিশিষ্টা (প্রেমভক্তিসমন্বিতা) জ্ঞানকিরণসংযুতা পরমধন-প্রদাত্রী (সুষ্ঠুভাবে সমগ্র ধনের প্রাপয়িত্রী) উষাদেবীরা তদনুগত জনকে জ্ঞানভক্তি-রূপ প্রভূতধন বিতরণ করেন ; হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি ! আমার প্রতি আমার প্রিয়হিতসাধক বাক্য (সদুপদেশ) প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—উষাদেবতা জ্ঞানভক্তির আধারস্বরূপা। সেই দেবী বহুরূপে অনুগত জনের শ্রেয়ঃসাধন করেন। অতএব প্রার্থনা,—'হে দেবি ! আপনি সদুপদেশ-দানে আমাকে সৎপথানুবর্ত্তী করুন এবং পরম ধন প্রদান করুন।') ॥ (ম—৪৮সূ—১ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বাবতীর্বহ্বশ্বোপেতা গোমতীর্বহুভির্গোভির্যুক্তা বিশ্বসুবিদঃ কৃৎস্নস্য ধনস্য সুষ্ঠু লম্ভয়িত্র্য উষোদেবতা বস্তবে প্রজানাং নিবাসায় ভূরি প্রভূতং যথা ভবতি তথা চ্যবন্ত। প্রাপ্তাঃ। হে উষোদেবতে মা প্রতি মামুদ্দিশ্য সূনৃতাঃ প্রিয়হিতবাচঃ উদীরয়। ব্রূহি। মঘোনাং ধনবতাং সম্বন্ধি রাধো ধনং চোদ। অস্মদর্থং প্রেরয় ॥

অশ্বাবতীঃ। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেবাস্য মতীষ্বিতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্য পাক্ষিকত্বোক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। চ্যবন্ত। চ্যুঙ্ গতৌ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীতাডভাবঃ। বস্তবে। বস নিবাসে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঈরয়। ঈর গতৌ কম্পনে চ। হেতুমতি ণিচ্। চোদ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বহু অশ্ব ও বহু গোযুক্ত সমগ্রধনের সুপ্রাপয়িত্রী উষাদেবতাগণ প্রজাসমূহের নিবাসার্থ প্রভূত-ধন প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে উষদেবতে ! আপনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া মনোরম হিতবাক্য সকল বলুন। ধনবানগণের ধনসমূহকে আমাদের জন্য প্রেরণ করুন (অর্থাৎ ধনবানগণের নিকট হইতে যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)।

অশ্বাবতীঃ। 'মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেবাস্য মতৌ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে 'বা ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ নিষেধের বিকল্প-পক্ষে উক্তি থাকায় পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। চ্যবন্ত। গত্যর্থ 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লঙ্' বিভক্তি পরে 'বহুলং ছন্দসা মাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। বস্তবে। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মানুসারে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঈরয়। গত্যর্থ ও কম্পনার্থ 'ঈর' ধাতুর উত্তর 'হেতুমৎ' বিষয়ে 'ণিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। চোদ। সংচোদন অর্থাৎ

চুদ সংচোদনে: চৌরাদিকঃ। লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। মঘোনাং। ষষ্ঠী-বহুবচনে স্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি সম্প্রসারণং॥ (১ম—৪৮সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৫৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই তিন প্রকারের অর্থ প্রচলিত আছে। সে অর্থভেদ প্রধানতঃ মন্ত্রের প্রথম পংক্তির উপলক্ষেই সূত্রিত দেখি। এক প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"(উষা) অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকল ধন প্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে।" অন্য প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"অনেকাশ্ববিশিষ্ট, বহুগোযুক্ত, সমুদায় ধনের প্রদাত্রী অন্য উষাদেবতারা প্রজাদিগের নিবাসার্থে বহুবার উদিত হইয়াছেন।" ভাষ্যের ভাব, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ এক প্রকার অর্থে উষাকে ধনদাত্রী মাত্র বলা হইয়াছে; অন্য প্রকার অর্থে তাঁহার উদয়ের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। ঋকের প্রথমাংশের পদ কয়েকটী বহুবচনান্ত আছে বলিয়াই এক্ষেত্রে বহু উষার বা বহু বার উষার উদয়ের কল্পনা পরিগৃহীত হয়। তবে সকল ব্যাখ্যাকারিই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থে উষাকে অশ্বযুক্ত ও গো-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; এবং মন্ত্রের শেষাংশের অর্থে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই একমত হইয়া কহিয়াছেন,—'এখানে উষার নিকট মিষ্টবাক্য শুনিবার এবং উষা যেন ধনবানগণের ধন আমাদিগকে প্রদান করেন'—এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ 'অশ্বাবতীঃ' ও 'গোমতীঃ' পদদ্বয়ের বিষয় আলোচনা

প্রেরণার্থ 'চুদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চুরাদিগণীয়, লোট্ বিভক্তিতে 'ছন্দস্যুভয়থা' এই সূত্রানুসারে 'শপ' আদেশের আর্দ্ধধাতুকত্ব প্রযুক্ত 'ণেরণিটি' সূত্রানুসারে 'ণি'র লোপ হইয়াছে। শপের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-প্রযুক্ত নিঘাতের অভাব হইয়াছে। মঘোনাং। ষষ্ঠীর বহুবচনে 'স্ব যুবমঘোনাম্ তদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—২ঋ)।

ভাবঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (ধনকামাঃ, রত্নাভিলাষিণঃ) 'ন' (যথা) 'সমুদ্রে' (অগাধসমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন্তি তদ্বৎ), 'যে' (জনাঃ) 'অস্যা' (উষসঃ) 'আচরণে' (আগমনে) 'দধ্রিরে' (সজ্জীকৃতা ভবন্তি, আত্মানং উদ্বোধয়ন্তি), তে ইষ্টং লভন্তে ইতি শেষঃ। উষাগমনং জ্ঞানোন্মেষং অভিলক্ষ্য যো জনঃ তন্ময়ং ভবতি, স হি পারং যাতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম-রূপ রথের প্রেরয়িত্রী, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী, পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের হৃদয়ে বসতি করিয়াছিলেন, এবং এখনও (অধুনাজাত সকলেরই হৃদয়ে) নিশ্চয়ই বাস করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীত-অনাগত বর্ত্তমান তিন কালেই আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন); রত্নাভিলাষিগণ যেমন অগাধ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; সেইরূপ যাহারা উষাদেবতার আগমনে সজ্জীকৃত হয়—আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করে, তাহারা ইষ্টলাভে সমর্থ হয়; (ভাব এই যে,—উষার আগমন—জ্ঞানোন্মেষ লক্ষ্য করিয়া যে জন তন্ময় হয়, সেই পরাগতি লাভ করে)॥ (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেব্যুবাস। পুরা নিবাসমকরোৎ। প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। চ সু অস্যাপ্যদ্যাৎ। যুচ্ছতি। প্রভাতং করোতি। কীদৃশী দেবী। রথানাং জীরা। প্রেরয়িত্রী। উষঃকালে হি রথা প্রের্যন্তে। অস্যা উষস আচরণেষ্বাগমনেষু যে রথা দধ্রিরে। ধৃতা সজ্জীকৃতা ভবন্তি তেষাং রথানামিতি পূর্ব্বত্র যয়ঃ। রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ। শ্রবস্যবো ধনকামাঃ সমুদ্রে ন। যথা সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ॥

উবাস। বস নিবাসে। ণলি লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং। পা০ ৬।১।১৭। ইত্যভ্যাসস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী নিবাস করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রভাতা হইয়াছিলেন। এবং অদ্যও প্রভাতা হইবেন। উষাদেবী কি প্রকার?—রথসমূহের প্রেরয়িত্রী। যে হেতু উষঃকালে অর্থাৎ প্রভাত-সময়েই রথসকল প্রেরিত হইয়া থাকে। এই উষাদেবীর আগমন-সময়েই যে রথসকল সজ্জীকৃত হয়, সেই সকল রথের প্রেরয়িত্রী; পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। রথ-প্রেরণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা—সজ্জীকৃত নৌকা-সকল যেমন সমুদ্র-মধ্যে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার।

উবাস। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ণল' প্রত্যয় পরে 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং' (পা০ ৬।১।১৭) এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের সম্প্রসারণ হইয়াছে॥ 'লিংস্বরে' এই নিয়মানু-

সম্প্রসারণং। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। উচ্ছ্বাৎ। লেটোড়াগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। আগমানুদাত্তত্বে প্রত্যয়স্বরঃ। উষা ইত্যস্য বাক্যান্তর-গতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। জীরা। জূ ইতি গত্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। জীরোচ্চেতি রক্প্রত্যয়ঃ। অস্যাঃ। ইদমো হশ্বাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ বিভক্তিরপি। সুপ্ত্বাদনুদাত্তেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। আচরণেষু। চর গত্যর্থঃ। ল্যুট চেতি ভাবে ল্যুট। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদন্তত্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দধ্রিরে। ধৃঙ্ অবস্থানে। লিটঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যচ্ছব্দযোগাদনিঘাতঃ। শ্রবস্যবঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবো ধনং। অসুন্। আত্মন ইচ্ছন্তীতি শ্রবস্যবঃ। সুপ আত্মনঃ কাচ্। ক্যচ্ছন্দসীত্যপ্রত্যয়ঃ॥ ৩॥

• • •

তৃতীয় (৫৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" এই উপমাটী। এই উপমাটীর অর্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ-কয়েকটীর সাধারণ অর্থ—'ধনের বা রত্নের জন্য সমুদ্রে যেমন,' ইহা হইতে 'ধনাভিলাষীরা বা বণিকেরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া যেমন সমুদ্র-

---

সারে প্রত্যয়ে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উচ্ছ্বাৎ। লেট্ প্রত্যয় পরে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ঈকারের লোপ হইয়াছে। তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় ও আগমের অনুদাত্তত্ব-বিষয়ে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। উষাঃ। এই শব্দের বাক্যান্তরগতত্ব নিঘাত—যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ বক্তব্য এই বচন-হেতু। জীরা। গত্যর্থক 'জূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহা সৌত্রধাতু। 'জীরাচ্চ' এই সূত্রানুসারে 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। অস্যাঃ। 'ইদমোঽশ্বাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অশ্' আদেশ ও অনুদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তিরও সুপত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে সর্ব্বাবয়বের অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। আচরণেষু। গত্যর্থ 'চর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ল্যুট্ চ' এই সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'কৃৎ' প্রত্যয়ের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দধ্রিরে। অবস্থানার্থক 'ধৃঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লিটের কিত্ত্ব-হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। চিত্ত্ব-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যৎ' শব্দ যোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। শ্রবস্যবঃ। শ্রবিত হয়—এই বাক্যে 'শ্রব' শব্দে 'ধন' বুঝায়। 'অসুন্' প্রত্যয়। আত্ম-সম্বন্ধে শ্রবঃ অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'শ্রবস্যবঃ' পদটী হইয়াছে। 'সুপ্যাত্মনঃ কাচ্' এই সূত্রে কাচ্ প্রত্যয় ও 'ক্যচ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

পথে গতাগতি করে'—এই ভাব আসিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার আবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'নৌকাসকল প্রতিযোগিতায় দ্রুতগমন জন্য যেমন সজ্জিত হয়।' কিন্তু আমরা এখানে ভাবার্থ গ্রহণ করিলাম—'রত্নানুসন্ধানে ডুবুরীরা যেমন অগাধ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়।' * দুই প্রকার অর্থই পরিগ্রহণীয়। তবে শেষোক্ত অর্থে ভাবের প্রগাঢ়তা আসে ও সঙ্গতি থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। অতএব, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—"উবাসোষা উচ্ছাচ্চ।", এই অংশের অর্থ, কেহ করেন, 'আগে উষা উদয় হইয়াছিলেন এবং এখন উষা উদয় হউন, অর্থাৎ পুরাকালেও প্রভাত হইয়াছিল এবং এখনও প্রভাত হউক'; কেহ বা বলেন,—'এখানকার ভাব এই যে, আগেও উষা বাস করিতেন এবং এখনও উষা বাস করেন।' † আমরাও এখানকার 'বস্' ধাতু 'বাস করা' 'নিবাস করা' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'বাস করা' অর্থে 'প্রভাত করা' ভাব আনয়ন কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ; পরন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষাও হয় না। আমরা মনে করি, এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী তিন কালেই সর্ব্বদাই আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। পাপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার সময়ও আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি, হৃদয়ের মধ্যে তজ্জন্য যে দ্বন্দ্ব চলে; জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর (বিবেকের বলিলেও বলা যায়) উদ্বোধনাই তাহার কারণ নহে কি? অতীতে ও বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থিতির ভাব তাহা হইতেই প্রাপ্ত হই। 'উবাস' ও 'উচ্ছাৎ' ক্রিয়াপদ দুইটীর মর্ম্মানুধাবন করিলে, এ পক্ষে এক অভিনব চিন্তা প্রস্ফুট হয়।

---

* প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ঐ দুই প্রকার অর্থের দুই ভাবে প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিষয় এবং সাগর-গর্ভ হইতে রত্ন (মুক্তা প্রভৃতি) উত্তোলনের বিষয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

† এই অংশের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা, (১) "উষাদেবতা পূর্ব্বেও প্রভাত করিয়াছেন; অদ্যও প্রভাত করুন।" (২) "উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, এই দুই অর্থেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়।

'উবাস' পদে 'বাস করিয়াছিলেন' এই অর্থ আসে; 'উচ্ছাৎ' পদের 'উষ্যাৎ' বা 'বসেৎ' প্রতিবাক্যে, বিধিই এই যে, তিনি বাস করেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখানে মানুষের প্রতি ভগবানের বা দেবীর স্বতঃকরুণার বিষয় মনে আসে। তাঁহার এমনই করুণা যে, আমরা তাঁহাকে আহ্বান না করিলেও তিনি আপনা-আপনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, লক্ষ্য করিবার বিষয়,—"যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে।" এখানে "যে" পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই রথকে (রথা) টানিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"উষার আগমনার্থ যে রথ সজ্জীকৃত হয়।" আর এই অর্থ অব্যাহত রাখিতে অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে—"তাহা তিনি (উষা) প্রেরণ করেন।" তার পর ঐ অংশের সহিত "সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" উপমাংশ যোগ করিয়া দিয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে গমন করেন।" এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'উষা তাঁহার আগমনের জন্য নিজেই রথ প্রেরণ করেন; যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করে।' এখানে উপমান ও উপমেয় উভয়ের সৌসাদৃশ্য যে বুঝা যায়, তাহা মনে হয় না। যাহা হউক, আমরা মনে করি, "যে" পদ জনসমূহকে বুঝাইতেছে। 'শ্রবস্যবঃ' পদ বহুবচনান্ত; উহাতে 'ধনাভিলাষিগণ' অর্থ আসে। সেই ভাবটী স্মরণ করিলে, 'যে' পদের সার্থকতা বুঝা যায়। রত্নানুসন্ধানে ডুবুরিরা অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধানেও সেইরূপ গভীরভাবে আত্মনিবেশ করার প্রয়োজন হয়। উষার আগমনে সজ্জীকৃত হওয়ায় বা আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করায়, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, জ্ঞানানুসন্ধানে আত্মনিমজ্জিত হওয়া—এতদর্থই সূচনা করে। এইরূপে বুঝা যায়, যাঁহারা জ্ঞানোন্মেষণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে প্রকটিত রহিয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের দুইটী পংক্তিতে দুই অংশে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত; এক অংশে, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার চির-অনুকম্পার বিষয় প্রখ্যাত; অন্য অংশে, তদনুবর্ত্তী জনের সিদ্ধি প্রাপ্তির বিষয় সংসূচিত। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো
দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎ কণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম
গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যে। তে। প্র। যামেষু। যুঞ্জতে। মনঃ।
দানায়। সূরয়ঃ।
অত্র। অহ। তৎ। কণ্ব। এষাং। কণ্বতমঃ। নাম।
গৃণাতি। নৃণাং। ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যে' (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধী) 'দানায়' (ত্যাগায়, আত্মত্ব-বিতরণায়) 'যামেষু' (সংযমেষু, পরিত্রাণমার্গগতেষু, ভগবৎসাধীপালাতেষু) 'মনঃ' (আত্মানং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'যুঞ্জতে' (সংযন্ত্রান্তি, প্রেরয়ন্তি), 'এষাং' (তাদৃশানাং) 'নৃণাং' (নরশ্রেষ্ঠানাং) 'নাম' (মহিমানং, যশঃ) 'কণ্বতমঃ' (দীনাতিদীনঃ, যদ্বা—শ্রেষ্ঠী) 'কণ্বঃ' (অকিঞ্চনঃ, যদ্বা—মেধাবী জনঃ) 'অত্রাহ' (প্রতিদিনং, নিত্যং) 'গৃণাতি' (উচ্চারয়তি, অনুস্মরতি)। যো জনঃ সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞানমার্গানুসারী ভবতি, তস্য মহিমা জ্ঞানিনঃ নিত্যং অনুস্মরন্তি; তদনুস্মরণেন জ্ঞানোন্মেষো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ যে জ্ঞানিগণ আপনার সম্বন্ধীয় ত্যাগের (আপনার প্রতি আত্মত্ব-বিতরণের) নিমিত্ত সংযমে অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তাদৃশ সেই নরশ্রেষ্ঠগণের মহিমাকে দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) প্রতিদিন অনুস্মরণ করেন। (ভাব এই যে,—যে জন সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছেন, জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের মহিমা নিত্য স্মরণ করেন; কেন-না, তদনুস্মরণে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষস্তে তব যামেষু গমনেষু সৎসু যে সূরয়ো বিদ্বাংসো দানাভিজ্ঞা দানায় স্বমনো দিদানার্থে মনঃ স্বকীয়ং প্রযুঞ্জতে। প্রেরয়ন্তি। দানশীলা উদারাঃ প্রভবঃ প্রাতঃকালে দাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এষাং দাতুমিচ্ছতাং নৃণাং তন্নাম দানবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধং নাম কণ্বতমোঽতিশয়েন মেধাবী কণ্বো মহর্ষিরব্রবীত। অবৈবোষঃকালে গৃণাতি। উচ্চারয়তি। যো দাতুমিচ্ছতি যশ্চ নামগ্রহণেন দাতারং প্রশংসতি তাবুভাবপ্যুষঃকাল এব তথা কুরুত ইত্যুষসঃ স্তুতিঃ॥

গৃণাতি। গৃ শব্দে। ক্র্যাদিকঃ। ঘ্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। নৃণাং। নামি নৃ চ। পা০ ৬।৪।৬। ইতি দীর্ঘপ্রতিষেধঃ। নৃ চান্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তোমার গমন হইলে পর দানাভিজ্ঞগণ অর্থাৎ দানশীল দাতাগণ ধনাদি দান করিবার জন্য স্বকীয় মনকে নিযুক্ত করেন। দানশীল উদারপ্রভব ব্যক্তিগণই প্রাতঃকালে দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এত সকল দানেচ্ছু মনুষ্যগণের মধ্যে দান-বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ কণ্ব নামক মহর্ষি এই উষাকাল-বিষয়ে উচ্চারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দান করিতে ইচ্ছা করে ও যে ব্যক্তি দান গ্রহণের দ্বারা দাতাকে প্রশংসা করে, উভয়েই অর্থাৎ দানগ্রহণকারী ও দাতৃস্তাবক দুই জনেই প্রাতঃকালে তাহা করিবেন (অর্থাৎ দান গ্রহণ ও দাতার স্তব করিবেন) ইহাই উষার স্তুতি।

গৃণাতি। শব্দার্থ 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। 'ঘ্বাদিনাং হ্রস্ব' এই সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃণাং। 'নামি নৃ চ' (পা০ ৬।৪।৬) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'নৃ চান্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে॥ ৪॥

• • •

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'উষাকাল অতীত হইলে অর্থাৎ প্রভাতে যে সকল বিদ্বানগণ দানকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, মেধাবিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কণ্ব প্রতিদিন উষাকালে সেই দানাভিলাষী ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে 'যামেষু' পদে 'গমনেষু,' 'এষাং' পদে 'দাতুমিচ্ছতাং,' 'কণ্বতমঃ' পদে 'অতিশয়েন মেধাবী' এবং 'কণ্ব' পদে 'মহর্ষিঃ কণ্বঃ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এখন আমাদিগের অর্থ কি ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মনে করি, এখানকার ভাব এই যে, যে সকল পরম জ্ঞানী আত্মত্বে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন,—সংযম-সাধনায় অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে (যামেষু *) যাঁহাদিগের আত্মা জ্ঞানের সহিত সংন্যস্ত হইতে পারিয়াছে; এখানে মন্ত্রের প্রথম পাদে ("উষো যে" হইতে "সূরয়ঃ" অংশে) তাঁহাদিগেরই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত হইয়াছে। 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সে জ্ঞানিগণ কেমন? তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন? মন্ত্রের প্রথম পাদে তাহাই পরিব্যক্ত আছে। দ্বিতীয় পাদও সেই তাঁহাদিগেরই মহিমা-প্রকাশক। "কণ্বতমঃ কণ্বঃ" পদদ্বয়ে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর, সেই দ্বিবিধ ভাবের মধ্য দিয়া একই তত্ত্ব নিষ্কাশিত হয়। ঐ দুই পদের অর্থে,—এক বলিতে পারি,—দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ—তৃণাদপি-তৃণবৎ সুনীচ ভগবদ্ভক্তগণ বুঝাইতেছে; আর বলিতে পারি, ঐ দুই পদের অর্থ—শ্রেষ্ঠজ্ঞানী মেধাবীগণ। ভাব-পক্ষে উভয় অর্থই অভিন্ন। যাঁহারা 'কণ্বতমঃ কণ্বঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপনীত; তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে সমর্থ হন,—সেই 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত জ্ঞানিগণের মহিমাকীর্ত্তনে বা মাহাত্ম্যের অনুধ্যানে কি শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে

* এই 'যামেষু' পদের আর এক প্রয়োগ, ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তের অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

পারে। সাধুগণের জ্ঞানিগণের চরিত্র অনুস্মরণে, সাধুগণের জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভে, যে পরম হিত সাধিত হয়; পরম জ্ঞানিগণই তাহা বুঝিয়া থাকেন; বুঝিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে এবং তাঁহাদিগের গুণ-স্মৃতি স্মরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন। এ পক্ষে এ মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! ভ্রান্ত জীব! তুমি সাধু-মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর; তুমি জ্ঞানিগণের চরিতাদর্শ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও; তাহাতেই তোমার মঙ্গল সাধিত হইবে, তদ্দ্বারাই তুমি পরমার্থ-ধন লাভ করিতে পারিবে।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এই শিক্ষার বীজ অন্তর্নিহিত আছে। (১ম—৪৮সূ—৪ঋ) ॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।

জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঘ। যোষাঽইব। সূনরী। উষাঃ। যাতি। প্রঽভুঞ্জতীঃ।

জরয়ন্তী। বৃজনং। পৎঽবৎ। ঈয়তে। উৎ। পাতয়তি। পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'সূনরী ইব' (সুষ্ঠু গৃহিণীবৎ, সুষ্ঠু গৃহকর্ত্রী যথা তদ্বৎ) 'ঘা' (খলু, নিশ্চিতং) 'প্রভুঞ্জতি' (প্রকর্ষেণ সর্ব্বং পালয়ন্তী) 'আ-যাতি' (আগচ্ছতি, প্রতিষ্ঠিতো ভবতি—হৃদি ইতি শেষঃ), 'বৃজনং' (পাপিনং, পাপপঙ্ক-নিমজ্জিতং চলচ্ছক্তি-বিরহিতং জনং) 'জরয়ন্তী' (উদ্বোধয়ন্তী) 'পদ্বৎ' (চলচ্ছক্তিসম্পন্নবৎ) 'ঈয়তে' (পরিচালয়তে, ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়তি), এবং 'পক্ষিণঃ' (পক্ষিসম্বন্ধী গতিবৎ, পক্ষীবৎ দ্রুতগত্যা ইতি

যাবৎ) 'উৎ পাতয়তি' (উন্নয়তিঃ, ঊর্দ্ধস্থানং প্রাপয়তি)। সুগৃহিণী যথা সুষ্ঠুভাবেন সংসারস্য সর্ব্বেষাং পরিপালনং করোতি, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী তদ্বৎ সর্ব্বং পরিরক্ষতি; তদনুগ্রহেণ পাপিনোঽপি পরিত্রাণং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী, সুমতি গৃহকর্ত্রীর ন্যায়, প্রকৃষ্টরূপে সকলকে পালন করিয়া, আগমন করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; পাপীকে (পাপপঙ্কনিমজ্জিত চলচ্ছক্তিবিরহিত জনকে), চলচ্ছক্তিসম্পন্নের ন্যায় পরিচালিত করেন—ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করেন; এবং পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতিতে উন্নত-স্থান (স্বর্গাদি) পাওয়াইয়া দেন। (ভাব এই যে,—সুগৃহিণী যেমন সুষ্ঠুভাবে সংসারের সকলের পরিপালন করেন, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সেইরূপ সকলকে পরিরক্ষা করেন; তাঁহার অনুগ্রহে পাপী জনও পরিত্রাণ লাভ করে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেবী প্রভুঞ্জতী সর্ব্বং পালয়ন্ত্যায়াতি যা প্রতিদিনমাগচ্ছতি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সুনরী সুষ্ঠু গৃহকৃত্যস্য নেত্রী যোষেব। গৃহিণীব। কীদৃশ্যুষাঃ। ব্রজনং গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং জরয়ন্তী। জরাং প্রাপয়ন্তী। অসৃক্কৃতস্যাবৃত্তায়াং বয়োহান্যা প্রাণিনো জীর্ণা ভবন্তি। কিঞ্চ। উষঃকালে পদ্বৎ পাদযুক্তং প্রাণিজাতমীয়তে। নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্বকৃত্যার্থং গচ্ছতি। কিঞ্চ। ইয়মুষাঃ পক্ষিণ উৎপাতয়তি। পক্ষিণো হ্যুষঃকালে সমুত্থায় তত্র তত্র ব্রজন্তি।

যা। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুষ্ঠু নয়তীতি সুনরী। নৃ নয়ে। অচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী সকলকে অর্থাৎ সর্ব্বজনকে পালন করিবার জন্য প্রতিদিন আগমন করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—সুন্দর গৃহকর্ম্মকারিণী গৃহিণীর ন্যায়। উষা কি প্রকার? জঙ্গম প্রাণীসমূহকে জরা-প্রাপ্ত-কারিণী। রাত্রির দোষ উপস্থিত হইলে বয়োহানিপ্রযুক্ত প্রাণিসকল জীর্ণ অর্থাৎ জরা প্রাপ্ত হয়। আরও প্রাতঃকালে পাদযুক্ত (অর্থাৎ যাহাদের পদ আছে) এরূপ প্রাণিসমূহ নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে গমন করে। আরও দেখ, এই উষা পক্ষিসকলকে উৎপাতন করে, অর্থাৎ পক্ষিগণ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে।

যা। 'ঋচি তুনুঘেত্যাদি নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। সুষ্ঠু অর্থাৎ সুন্দরকে প্রাপ্ত করান—এই বাক্যে 'সুনরী' পদটী হইয়াছে। 'নয়ন' অর্থাৎ প্রাপণার্থ 'নৃ' ধাতু

উরিতীপ্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণমিতি বচনাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীপ্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। প্রভুঞ্জতী। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। লটঃ শতৃ। রুধাদিত্বাচ্ছ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। বৃজনং। বৃজী বর্জ্জনে। বর্জ্জত ইতি বৃজনং প্রাণিজাতং। কৃপৃবৃজিমন্দিনিধ্যাঞ্জ্যঃ ক্যু। উং ২।৭৯। ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। কিত্বাল্লঘুপধগুণাভাবঃ। যোরনাদেশে প্রত্যয়স্বরঃ। পদ্বৎ। পৎ পাদঃ। তদস্যাস্তীতি পদ্বৎ। ছয় ইতি মতুপো বত্বং। বাত্যয়েন মতুপ উদাত্তত্বং। ন চ স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদিতি ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বে সতি হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বমিতি বাচ্যং। হ্রস্বাদিত্যেব সিদ্ধে পুনর্নুড্গ্রহণসামর্থ্যাদেষা পরিভাষা নাশ্রীয়ত ইতি বৃত্তাবুক্তং ইতরথা হি মরুত্বানিত্যত্রাপি মতুপ উদাত্তত্বং স্যাৎ। (১ম ৪৪সূ - ৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ১।৪।৩॥

হইতে নিষ্পন্ন। 'অচ ইর' এই নিয়মে ঈ' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে 'কৃৎ' গ্রহণ-হেতু 'গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণং' এই বচন-হেতু 'কৃৎ' স্থানে 'ক্তিন' হইয়া পরে 'ঙীপ্' হইয়াছে। পূর্ব্বস্যাপি 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে প্রভুঞ্জতী। পালন ও অভ্যবহারার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লটের স্থানে শতৃ-প্রত্যয়। রুধাদিপ্রযুক্ত 'শ্নম্' ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়া 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে নদ্যাদি-হেতু উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃজনং। বর্জ্জনার্থক বৃজী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃপৃবৃজিমন্দিনিধ্যাঞ্জ্যঃ ক্যু' (উং ২৭৯) এই সূত্রানুসারে কু-প্রত্যয় হইয়াছে। 'কিত্ব'-হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'যোরনাদেশে' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্বৎ। 'পৎ' শব্দের অর্থ পাদ। পদ্ আছে যাহার— এই বাক্যে 'পদ্বৎ' পদটি হইয়াছে। 'ছয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' স্থানে 'ব' হইয়াছে। বাত্যয়-হেতু মতুপের উদাত্তত্ব হইয়াছে। স্বরবিধি-স্থলে ব্যঞ্জনবর্ণের অবিদ্যমানতার ন্যায় এই নিয়মানুসারে ব্যঞ্জন বর্ণের অবিদ্যমানত্ব হইলে, 'হ্রস্বনুড্ভ্যাম্ মতুপ্' এই নিয়মানুসারে মতুপের উদাত্তত্ব হউক না কেন? ইহাই আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরবাদী বলিতেছেন—একথা বলিতে পার না; কেন-না, 'হ্রস্বাৎ' অর্থাৎ হ্রস্বের পরই যদি মতুপের উদাত্তত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় নুট্ গ্রহণ সামর্থ্য-হেতু যে উদাত্তত্ব স্বীকার—এরূপ পরিভাষার কখনই আশ্রয় করা যাইতে পারে না। এই হেতুই বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে 'মরুত্বান' এই স্থানেও 'মতুপ্' প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৩॥

পঞ্চম (৫৭০) ঋকের বিশদার্থ।

—— ‡ ০ ‡ ——

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-উপলক্ষে ঋকটীর ভাব বড়ই জটিলতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে ;—কি ভাষ্যে, কি ইংরাজী বাঙ্গালা অনুবাদে, সর্ব্বত্রই ঋকের অর্থ সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদই এই সমস্যা সংঘটনের প্রধান কারণ। ঐ পাদের কয়েকটী পদ—সকল সমস্যা আনয়নের মূলীভূত। সুতরাং প্রথমে সেই পদ-কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম—'বৃজনং' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যাদিতে 'গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদের অর্থ—'পাপিনং, পাপপঙ্কনিমজ্জিতং চলচ্ছক্তিবিরহিতং জনং।' ঐ 'বৃজনং' পদ 'বৃজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—'ত্যাগ'। (সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্ম) ত্যাগ যাহার সহিত সম্বন্ধযুত, তাহাকেই 'বৃজনং' (বৃ'জনং) বলিতে পারি। শব্দার্থে তাই পাপকে বা পাপীকে 'বৃজনং' কহে। সৎকর্ম্মকে বা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন পাপে পূর্ণাসক্ত বা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, পাপের কবল হইতে যাহার উত্থানশক্তি বা চলচ্ছক্তি নাই ; এখানে 'বৃজনং' পদে তাহাকেই বুঝাইতেছে। সন্ধ্যংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ—'জরয়ন্তা' ও 'পদ্বৎ'। 'বৃজনং' পদের পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেই এই পদদ্বয়ের সার্থকতা দেখিতে পাই। যে জন চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে জন খঞ্জবৎ অ-চল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ; তাহাকে উঠাইতে বা চালাইতে পারিলে, তাহাকে 'পদ্বৎ' করা হইল—বলা যাইতে পারে। যে জঙ্গম বা গতিশীল, তাহাকে 'পদ্বৎ' করার কি সার্থকতা আছে ? সে তো আপনিই চলিতে পারে ! সে তো আপনিই গতিবিশিষ্ট ! তাহার সম্বন্ধে আবার 'পদ্বৎ' পদ কেন প্রযুক্ত হইবে ? এই উপলক্ষে 'জরয়ন্তী' পদেরও প্রকৃত অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার 'জরয়ন্তী' পদের প্রতিবাক্যে 'জরাং প্রাপয়ন্তী' পদ ব্যবহার করিয়াছেন ; তাহা হইতে 'তিনি (উষাদেবতা) প্রাণীসমূহকে জরাগ্রস্ত করেন' এই

ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এক একটী উষার উদয় হয়, এক একটী দিন চলিয়া যায়, আর জীবের আয়ুঃ ক্ষয় পায়,—এ পক্ষে এই ভাব মনে আসে। কিন্তু সে অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবের সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা হউক, 'জরয়ন্তী' পদে আমরা কিন্তু 'উদ্বোধয়ন্তী' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষ বা জ্ঞানবার্দ্ধক্য অর্থে 'জৄ' ধাতুর প্রয়োগ বিরল নহে। তাহা হইতেই উদ্বোধনা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * বলা বাহুল্য, ঐরূপ অর্থই এখানে সঙ্গত। ঐরূপ অর্থ পরিগৃহীত না হইলে, ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যক্ত, পাপ-পঙ্কনিমজ্জিত, উত্থানশক্তি-বিরহিত জনকে, সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার চলচ্ছক্তি-প্রদান—ইহাই উষাদেবতার কার্য্য। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবতার অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে অনুপ্রেরণা আসে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ সৎপথে চলিতে সমর্থ হয়। "জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বৎ ঈয়তে" —এই মন্ত্রাংশে এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। "ঈয়তে" পদের অর্থে, ভাষ্যে "নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্ব কৃত্যার্থং গচ্ছতি" এইরূপ বাক্য লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের, আমাদিগের পরিগৃহীত প্রতিবাক্য—"পরিচালয়তে, ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়তি"। ধাত্বর্থের অনুসরণেই ঐ অর্থ আসে, এবং উহাতেই পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পাদের অবশিষ্ট—আর দুইটী পদ। "উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ"। এখানকার প্রচলিত অর্থ—'পক্ষিগণকে তিনি উড়াইয়া দেন' সায়ণের ভাব এই যে,—'উষাকালে পক্ষিগণ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে

---

* বেন্‌ফে (Benfey) বোলেনসন (Bollenson) এবং মুইর (Muir) প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উদ্বোধনার ভাবেই ঐ পদের প্রয়োগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য দেখিয়াও, দূর-পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণের মনে যে এইরূপ অর্থের পরিকল্পনা আসে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। উইলসন (Wilson) এ ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই অংশের অর্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"Conductung all transient creatures) to decay." কিন্তু বেন্‌ফে প্রভৃতির অনুসরণে মুইর লিখিয়া গিয়াছেন,—"She hastens on arousing footed creatures." যদিও তাঁহারা মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'জরয়ন্তী' পদের যে ঐরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই আনন্দের বিষয়।

ধাবমান হয়।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবই প্রকাশ পায়,—পূর্ব্বাপর কোনই পারম্পর্য্য থাকে না। বিষয়টী একটু বিশদ করিবার জন্য, সমগ্র মন্ত্রটীর দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে বঙ্গানুবাদ দুইটী এই; যথা,—

(১) "যে উষাদেবী সর্ব্বপালয়িত্রী, যিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, যিনি গমনশীল প্রাণিসকলকে ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত করেন—এবং পক্ষিসকলকে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ প্রেরণ করেন, সেই উষাদেবী সুন্দররূপে গৃহকার্য্যনিষ্পাদিকা গৃহিণীর ন্যায় প্রতিদিন এস্থলে আগমন করেন।"

(২) "উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন; তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।"

উদ্ধৃত মন্ত্রার্থের উপর টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। সায়ণেও দেখুন,—আর এই দুই বঙ্গানুবাদেও লক্ষ্য করুন,—কিসের পর কি কথা বলা হইয়াছে! একটা মন্ত্রের চারিটী ভাগের কোনও শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য নাই। কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় দেখি না। দোষ কাহারও নহে; বেদ-মন্ত্রের অর্থ যে ভাবে যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। ব্যাখ্যার তারতম্যের ইহাই একমাত্র কারণ।

যাহা হউক, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এখন তাহাই বলিতেছি। প্রথম 'উৎপাতয়তি' ক্রিয়াপদ। আমরা মনে করি, ঐ পদের 'উৎ' উপসর্গে উদ্‌গমনের বা ঊর্দ্ধ-গতির ভাব আসে। 'পক্ষিণঃ' পদকে সম্বন্ধ-মূলক ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তক মনে করিতে পারি; অথবা, ঐ পদে 'পদ্বৎ' পদের ন্যায় উপমার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করা যায়। ষষ্ঠ্যন্ত পদেও প্রকারান্তরে উপমার ভাব আসিয়া থাকে। ফলতঃ, পক্ষিগণ যেমন ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন, তাহারা যেমন দ্রুতগতিবিশিষ্ট; জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ হইয়া, পাপীরাও সেইরূপ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। এখানে, এ মন্ত্রে, এইরূপ আশা-আশ্বাসের অভয়-বাণীই বিঘোষিত দেখি।

এক্ষণে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব একবার অনুধ্যান করিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—উষা দেবী কেমন? তিনি 'সুমরা'; অর্থাৎ সুগতিশী

যেমন সংসারের সকলকে সমভাবে পালন করেন, তিনি যেমন সকলের রক্ষণাবেক্ষণে সমান যত্নবান্ থাকেন; উষা-দেবীও সেইরূপ। ভাব এই যে,—যাঁহারই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইবে, তিনিই রক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারই শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে। 'সূনরী' পদের আর এক সার্থকতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসার-ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, জননীর যে সন্তানটী রুগ্ন ভগ্ন, জননীর স্নেহ তাহারই প্রতি যেন অধিক পতিত হয়। কি প্রকারে সে ছেলেটি সুস্থ হয়, কেমন করিয়া তাহার রোগ-ভগ্ন দেহটী স্বস্থ্যাবস্থা পায়, জননীর প্রযত্ন সে পক্ষে বড়ই প্রবল দেখিতে পাই। এখানে 'বৃজনং' সম্পর্কে সেই ভাব মনে আসে। যে সন্তান পাপে ডুবে আছে, উঠ্‌তে পার্‌ছে না; তাকে তিনি তুলে লন, তার মধ্যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করেন, তার গতিমুক্তির উপায় করে দেন। জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবতার ইহাই কার্য্য। এখানে এই ভাবই প্রকাশমান্। 'মানুষ! তুমি হৃদয়ে সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা কর; জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে প্রযত্নপর হও; উদ্ধার পাইবে।' ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ। (১ম—৮সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং

ন বেত্যোদতী।

বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে

ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। যা। সৃজতি। সমনং। বি। অর্থিনঃ। পদং।

ন। বেতি। ওদতী।

বয়ঃ। নকিঃ। তে। পপ্তিহ্বাংসঃ। আসতে।

বিউঠী। বাজিনীবতি ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যা' (দেবতা) 'সমনং' (সমীচীনচেষ্টাবন্তং, জ্ঞানলাভায় প্রযত্নপরং) এবং 'অর্থিনঃ' (জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ, সদ্ভাবকামিনঃ) 'বি সৃজতি' (বিশেষেণ রক্ষতি), সা 'ওদতী' (জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা) 'পদং' (উচ্চাবচং, ধনিদরিদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বি' (বিভেদং) 'ন বেতি' (ন জানাতি); সর্ব্বেষাং জ্ঞানাভিলাষিণাং প্রতি সা দেবী সমানকরুণাপরায়ণা অস্তি ইতি ভাবঃ। 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি!) 'তে' (তব) 'বুষ্টৌ' (আগমনে, প্রকাশমানে) 'পপ্তিহ্বাংসঃ' (পাপনমুক্তাঃ, পাপপঙ্কনিমজ্জিতাঃ জনাঃ) 'বয়ঃ' (বলং, উত্থান সামর্থ্যং) 'আসতে' (প্রাপ্নুবন্তি); 'নকিঃ' (প্রার্থী কোঽপি ন বিমুখো ভবতি)। দেব্যাঃ কৃপয়া সর্ব্বেষাং ইষ্টসিদ্ধির্ভবতি,—জ্ঞানান্বেষী কোঽপি বিফলমনোরথো ন ভবেৎ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন; জ্ঞানদাত্রী সেই উষাদেবতা উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ জানেন না; (ভাব এই যে,—জ্ঞানাভিলাষী সকলের প্রতিই দেবীর সমান করুণা আছে)। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আপনার আগমনে (আপনার প্রকাশে) পাপপঙ্কনিমজ্জিত পতিত জনও শক্তি (উত্থান-সামর্থ্য) প্রাপ্ত হয়; প্রার্থী কাহাকেও আপনি বিমুখ করেন না। (ভাব এই যে,—দেবীর কৃপায় সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি হয়, জ্ঞানান্বেষী কেহই বিফলমনোরথ হন না।)। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা দেবতা সমনং সমীচীনং চেষ্টাবন্তং পুরুষং বিসৃজতি প্রেরয়তি। গৃহারামাদিচেষ্টা-কুশলান্ পুরুষান্ উষঃকালে শয়নাদুত্থাপ্য স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি প্রসিদ্ধং। কিঞ্চ। উষা অর্থিনো যাচকান্ বিসৃজতি। তেঽপি তদানীং উষঃকালে সমুত্থায় স্বকীয়দাতৃগৃহে গচ্ছন্তি। এতত্তুষোদেবতা পদং স্থানং ন যেতি। ন কাময়তে। উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ। হে বাজিনীবতি। উষোদেবতে তে ব্যুষ্টৌ ত্বদীয়ে প্রভাতকালে পপ্তিবাংসঃ পতনযুক্তা বয়ঃ পক্ষিণো নকিরাসতে। ন তিষ্ঠন্তি। কিন্তু স্বস্বনীড়াদ্বিনির্গত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥

সৃজতি। সৃজ বিসর্গে। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। তস্য ঙিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ওদতী। উন্দী ক্লেদনে। উনত্তি সর্ব্বং নীহারেণেত্যোদত্যুষাঃ। শতরি ব্যত্যয়েন শপ্। ব্যত্যয়েনানুনাসিকলোপে লঘূপধগুণঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনু-দাত্তত্বং। শতুরনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকাদুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ন চ শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। অন্তোদাত্তাচ্ছতুঃ পরস্যাস্তদ্বিধানাৎ। নকিষ্টে। যুষ্মদস্তত্তক্ষুঃষ্বঃ-পাদমিতি ষত্বং। পপ্তিবাংসঃ। পত্ল গতৌ। লিটঃ কসুঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্ত ইট্ বসুকাজা-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা সম্যক চেষ্টাবান পুরুষসমূহকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া থাকেন। গৃহ ও আরামাদি প্রস্তুত-বিষয়ে নিপুণ পুরুষগণকে উষাকাল শয্যা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন—ইহাই প্রসিদ্ধি। আরও উষাদেবতা যাচকগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাচকগণও উষাকালে উত্থিত হইয়া নিজ দাতৃগৃহে গমন করিয়া থাকেন। উষাদেবতা স্থান অর্থাৎ স্বকীয় স্থিতিকে প্রার্থনা করেন না, উষাকাল শীঘ্রই গমন করিয়া থাকে। হে বাজিনীবতি উষাদেবতে। ভবৎসম্বন্ধি প্রভাত-সময়ে পতনযুক্ত পক্ষীগণ (নীড়ে) থাকে না, কিন্তু তাহারা স্বস্ব নীড় হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিয়া থাকে।

সৃজতি। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় হেতু 'শ': প্রত্যয় হইয়াছে। সেই 'শ:' প্রত্যয়ের ঙিত্ত্ব-প্রযুক্ত লঘু উপধার গুণ হইতে পারে নাই। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণ স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। ওদতী। ক্লেদনার্থক 'উন্দী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নীহার দ্বারা সকলকে ক্লেদ যুক্ত করেন অর্থাৎ ভিজাইয়া দেন—এই বাক্যে 'ওদতী' শব্দের অর্থ 'উষা'। 'শতৃ' পরে থাকায় ব্যত্যয়-হেতু 'শপ্' হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু অনুনাসিক বর্ণের লোপ জন্য লঘু উপধার গুণ হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ হইয়াছে। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-প্রযুক্ত 'নুমের' অভাব হইয়াছে। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। যদি বল —'শতুরনুম্' এই নিয়মানুসারে নদীসংজ্ঞক শব্দের উদাত্তত্ব হয় না কেন? ইহা বলিতে পার না; কেন না, অন্তোদাত্ত শতৃপ্রত্যয়ের পর সেই স্থলে উদাত্তের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে অনুদাত্তই হইবে। নকিষ্টে। 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষ্বঃ পাদং' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। পপ্তিবাংসঃ। গত্যর্থক 'পত্ল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটঃ কসুঃ' এই নিয়মানুসারে কসু

ভ্রাম্যিতি, নিয়মাৎ প্রাপ্তোতি। তৎক্রিয়তে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাৎ। তনিপাতোপ্যস্মৃগীত্যুপধালোপঃ। বির্ব্বনেহচীতি স্থানিবদ্ভাবাদ্বির্ভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বাজিনীবতি। বাজোঽন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। মিত্যর্থীয় ইনিঃ। ঋরেভ্য ইতি ঙীপ্। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা। তদস্যাস্তীতি মতুপ। সংজ্ঞায়ামীতি মতুপো বত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (৫৭১) ঋকের বিশদার্থ

—‡•‡—

এই ঋকের যে কি প্রকার বিচ্ছিন্ন অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে সেই পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে অর্থ এইরূপ, যথা—

(১) "উষাদেবতা সাধুচেষ্টাশীল পুরুষকে প্রেরণ করেন এবং যাচকদিগকে প্রেরণ করেন, যাচকেরা উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তমার্ণের গৃহে গমন করে। উষাদেবতা স্বীয় ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ উষাকাল শীঘ্র গত হয় হে উষাদেবি প্রাতঃকালে পতনশীল পক্ষিসকল স্বীয় নীড় হইতে প্রস্থান করে"

(২) "তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীচারবর্ত্তী ও অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা। তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ আর (কুলায়ে) বাস করে না।"

এই প্রকার অর্থ প্রায়শঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ। এতদ্দ্বারা মাত্র আদিম অসভ্য সমাজের অস্ফুট বাক্যাংশ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, এই জন্যই বেদকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করেন।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন,—মন্ত্র

প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রাদি-নিয়মাধীন 'ইট' প্রাপ্তির সম্ভব থাকিলেও 'বহ্বেকাজাদ্ভসাং' এই নিয়মানুসারে 'ইট' প্রাপ্ত হয় নাই। 'তৎ ক্রিয়তে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকল্প বিধান হইয়াছে। 'তনিপাতোঽচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। 'বির্ব্বনেহচীতি' নিয়মানুসারে স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'বির্ভাব' হইয়াছে। প্রত্যয়ের স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই ঋকে বাজিনী শব্দে ক্রিয়াকে বুঝায়। 'মিত্যর্থীয় ইনিঃ' এই নিয়মানুসারে 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে ও 'ঋরেভ্য' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। তাদৃশী ক্রিয়া হইয়াছে যাহার—সেই বাজিনী। সেই বাজিনী আছে ইহার—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় ও 'সংজ্ঞায়াং' এই সূত্রে 'মতুপের' মকারের 'ব' হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ নহে, উহার অভ্যন্তরে কি গভীর ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে! মন্ত্রের যে পদে আমরা যে অর্থ বা যে ভাব পরিগ্রহ করি, সামান্য আলোচনা করিলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'সমনং' এবং 'অর্থিনঃ' পদদ্বয়ে যে ভাব ভাষ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, আমরা তাহাই সুস্পষ্ট করিয়াছি। এক পদে 'প্রযত্নপর', অন্যপদে 'প্রার্থী'—ঐ দুই পদে এই দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। জ্ঞানলাভের কামনা (প্রার্থনা) আছে এবং তৎপক্ষে আন্তরিক চেষ্টা আছে। কামনা ও প্রচেষ্টা—এতদ্দ্বারা যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানদেবতার কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা বলাই বাহুল্য। 'বি সৃজতি' পদ সেই কৃপালাভের (রক্ষাপ্রাপ্তির) ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথম পাদের অন্তর্গত "বি যা সৃজতি সমনং অর্থিনঃ" বাক্যাংশের ভাব প্রাপ্ত হই,—'যে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে রক্ষা করেন।' অতঃপর মন্ত্রের প্রথম পাদের দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করুন। প্রথম 'ওদতী' পদে আমরা 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সায়ণও 'উষা' অর্থই পরিগ্রহণ করেন। তবে 'উষাকে' উষাকাল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-পক্ষে তিনি 'উনত্তি সর্ব্বং নীহারেণেত্যোদতুষাঃ' বাক্য ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—'উনত্তি সর্ব্বং জ্ঞানকিরণেনেত্যোদতুষাঃ' বাক্য গ্রহণ করিলেও ব্যুৎপত্তি-পক্ষে কোনও বিঘ্ন আনয়ন করে না। তাহা হইতেই 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। * 'পদং' পদে 'উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র,' 'বি' পদে 'ভেদভাব' এবং 'ন বেতি' পদে 'জানেন না' অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়। তদনুসারে "পদং ন বেতি উদতী" বাক্যাংশের ভাব হয়,—'জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট ধনী নির্দ্ধন বা উচ্চনীচ ভেদভাব নাই; যিনিই জ্ঞানের অনুসরণ করিবেন, জ্ঞানদেবতার দ্বারে প্রার্থী হইবেন, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিবেন, তাঁহারই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।'

---

* সায়ণ 'নীহারেণ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতে উইলসন "Shedder of dews" লিখিয়া গিয়াছেন, রমেশ বাবু 'নীহারবর্ষী' বলিয়াছেন। তবে মুইর লিখিয়াছেন —"Lively." এই সঙ্গে "পদং ন বেতি" অংশের ভাব সকলেরই এক দাঁড়াইয়াছে; বেশী কম স্থানী হয় না'—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে দেবতাকে 'বাজিনীবতি' বলিয়া সম্বোধন করা লইয়াছে। ঐ পদে 'প্রজ্ঞানময়ি দেবি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। পূর্ব্বে (এই মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চম ঋকের আলোচনায়) 'বাজিনীবসূ' পদের প্রসঙ্গে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এখানেও সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে করি। 'বাজ' শব্দে অন্ন বুঝায়, যজ্ঞ বুঝায়। অন্নে পুষ্টি এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে জ্ঞানোন্মেষ হয়। 'বাজিনী-বতী' পদে, শেষোক্ত ভাবেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর সম্বন্ধ খ্যাপন করে। 'বুষ্টী' পদের অর্থে, ভাষ্যের অনুসরণেই ভাব পাইয়াছি,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর আগমনে বা প্রকাশে।' তাঁহার আগমন বা তাঁহার প্রকাশ হইলে, কি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়? "পপ্তিবাংসঃ বয়ঃ আসতে" বাক্যাংশে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'পাপীও তখন পরিত্রাণ পায়, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত জনও তখন উত্থানের শক্তি প্রাপ্ত হয়।' 'বয়ঃ' পদ যে 'শক্তি বল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ভূয়সী প্রমাণ আছে।* এখন অবশিষ্ট রহিল—'নকিঃ' এই অব্যয় পদ। এই পদের শব্দগত অর্থ—'কেহই নয়'; ভাব এই যে,—কেহই বিমুখ হয় না। এই 'নকিঃ' পদ ঋগ্বেদে অন্যূন ছয়টী ঋকে প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই এই একই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যায়। একটু প্রশ্নের ছলে 'না'—এই হইতেই ঐ পদে 'হাঁ' ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে যে বিচ্ছিন্ন অস্ফুট বিপরীত ভাবসমূহ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা দূরীভূত হয় কি না—বুঝিয়া দেখুন। বুঝিয়া দেখুন—মন্ত্রে কেমন ভাবে যথাপর্য্যায় সেই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে; তার পর, কেমন ভাবে তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে! প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! জ্ঞানার্থী কাহাকেও কদাচ আপনার দ্বারা হইতে হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। এ অভাজন সেই ভরসায় আপনার দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা

* মহামহোপাধ্যায় 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' ১ম—৩৭সূ—৯খ, 'সামবেদ-সংহিতায়' প্রথম খণ্ডে ৮৮—৮৯ এবং ঐ ঐ স্থানে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দেখুন।

'পূর্ণ করুন।' মন্ত্র পরোক্ষে এই প্রকার প্রার্থনার ভাব লইয়াই প্রকাশমান্ রহিয়াছে। (স—৪৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্যোদয়নাদধি।

শতং রথেভিঃ সুভগোষ ইয়ং বি

যাত্যভি মানুষান্ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণ।

এষা। অযুক্ত। পরাঽবতঃ। সূর্য্যস্য। উৎঽঅয়নাৎ। অধি

শতং। রথেভিঃ। সুঽভগা। উষাঃ। ইয়ং। বি।

যাতি। অভি। মানুষান্ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষা' (উষাদেবতা) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য, ভগবতঃ) 'উদয়নাৎ' (প্রকাশস্থানাৎ) 'পরাবতঃ' (অতিদূরাৎ) 'অধিঃ' (নিকটে, অস্মৎ সমীপে—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অযুক্ত' (যোজিতবতী, অস্মাভিঃ সহ মিলিতবতী); 'সুভগা' (সৌভাগ্যযুতা), 'ইয়ং' (পূর্ব্বোক্ত-গুণান্বিতা), 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা) 'মানুষান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'শতং' (শতসংখ্যাকৈঃ, বিবিধপ্রকারৈঃ) 'রথেভিঃ' (রথৈঃ, তেষামনুষ্ঠিতৈঃ সৎকর্ম্মরূপ-যানৈঃ) 'বি যাতি' (আগচ্ছতি—বিশেষেণ করুণা বিতরণার্থং ইতি শেষঃ)। জ্ঞানোন্মেষিকা সা দেবী মনুষ্যান্ কৃপাবিতরণার্থং তেষাং বিবিধসৎকর্ম্মযোগতো নিজ-মুখাৎ ভগবৎসমীপাৎ স্বয়ং আযাতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই উষাদেবতা জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান অতিদূরদেশ হইতে আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন; সৌভাগ্য-যুতা সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা মনুষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া, (তাহাদিগের অনুষ্ঠিত) বিবিধপ্রকার সৎকর্ম্ম-রূপ যানে বিশেষ প্রকারে (করুণা বিতরণের জন্য) আগমন করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবী মনুষ্যগণকে কৃপা-বিতরণের জন্য, তাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতি-দূরস্থিত ভগবানের নিকট হইতে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করেন।)॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষোষাদেবী শতমযুক্ত। স্বর্গীণাং রথানাং শতং যোজিতবতী। সুভগা সৌভাগ্যযুক্তেয়-মুষাঃ পরাবতো দূরস্থানাৎ সূর্য্যস্যোদয়নাদধি সূর্য্যোদয়স্থানাদধিকাদ্দূরলোকাদাগচ্ছতি মনুষ্যান্ অভিলক্ষ্য রথেভিঃ শতসংখ্যাকৈর্যুক্তৈ রথৈর্ব্বিযাতি। বিশেষেণ গচ্ছতি॥

অযুক্ত। লুঙি ছন্দসি চ্লেরিতি সিচো লোপঃ। উদয়নাৎ। উদেতীত্যুদয়নং। ইণ্ গতৌ। অধিকরণে লুট্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুভগা। শোভনো ভগো যস্যাঃ সা। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মানুষান্। মনোঃ পুত্রা মানুষাঃ। মনোর্জ্জাতাবঞ্জাতৌ যুক্ চেত্যঞ্ যুগাগমশ্চ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই উষাদেবী স্বকীয় একশত সংখ্যক রথ যোজনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যযুক্তা এই উষাদেবী সূর্য্যোদয়-স্থানাপেক্ষা অধিকদূরস্থান দ্যুলোক হইতে মনুষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া এক-শত সংখ্যক রথের দ্বারা বিশেষরূপে গমন করেন।

অযুক্ত। লুঙ বিভক্তি পরে থাকায় 'ছন্দো ছন্দী' এই নিয়মানুসারে সিচের লোপ হইয়াছে। উদয়নাৎ। উদিত হন এই স্থানে—এই বাক্যে 'উদয়নং' হয়। পরার্থ 'ইণ্' ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে লুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। সুভগা। শোভন অর্থাৎ সুন্দর হইয়াছে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তিনিই সুভগা। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। মানুষান্। মনুর পুত্র এই অর্থে মানুষ হইয়াছে। 'মনোর্জ্জাতাবঞ্জাতৌ যুক্ চ' এই নিয়মানুসারে 'অঞ্' এবং 'যুক্' আগম হইয়াছে। 'ঞিত্বে' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৫৭২) ঋকের বিশদার্থ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানোন্মেষ হয়। মানুষ যতই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, হৃদয়ে যতই সত্ত্বভাব জাগরূক হইয়া উঠিবে, ততই হৃদয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে। 'মানুষ! তুমি সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; জ্ঞান অবশ্যই তোমার অধিগত হইবে।' এই মন্ত্র, এই ভাব এই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু এ ভাবের উদ্বোধনামূলক নহে। তাহার ভাব বড়ই জটিল। তাহাতে উষাকে উষাকালও বুঝায়; আবার কোনও দেহধারী স্ত্রীদেবতাকেও বুঝাইতে পারে। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে,—উষাদেবতার যেন শতসংখ্যক রথ আছে, আর সেই শত-সংখ্যক রথে আরোহণ করিয়া তিনি যেন মনুষ্যের নিকট আগমন করেন। কোথা হইতে আসেন? তাহারই পরিচয়-স্বরূপ বলা হইয়াছে—'সূর্য্যস্যোদয়নাদধি'; অর্থাৎ, সূর্য্য যেখান হইতে উদয় হন, সেখান হইতে।

এক শত রথে চড়িয়া আসেন—সে আবার কেমন দেবতা তিনি? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চার ও পরিকল্পনার ফলে শেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'শত-সংখ্যক রথ বলিতে এখানে অসংখ্য সূর্য্যকিরণকে বুঝাইয়া থাকে। উষাকাল সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া প্রকাশ পান, এই ভাবই এখানে পরি-বর্ণিত।' এ প্রকার অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে বলা বাহুল্য, এ অর্থেও রূপক ভাঙ্গিতে হয়। শতসংখ্যক রথ বলিতে, অসংখ্য সূর্য্যরশ্মি অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতার রথের বাহন ঘোড়া ও হরিণ প্রভৃতি ছিল। এ দেবতার রথের বাহন গাভী বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। * যাঁহাদের উপলক্ষে যাঁহার যে প্রকার চিন্তার গতি, তাঁহার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সেইরূপ ভাবেই অবভাসিত হয়। এ সকল দৃষ্টান্ত তাহারই প্রমাণ মাত্র।

যাহা হউক, এখন আমরা যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহণ করি, তদ্বিষয়

* পরবর্ত্তী সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উষাদেবতার বাহনকে 'অরুণবর্ণ গাভী' বলা হইয়াছে। মূলে আছে—'অরুণপ্লবঃ'। তাহা হইতেই দাঁড়াইয়াছে—অরুণবর্ণ গাভী।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা মনে করি, 'সূর্য্যস্য' পদে জ্ঞানাধার সেই ভগবানের সম্বন্ধই সূচিত হয়। জ্ঞানকে রশ্মি বা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিলে, উপমা-পক্ষে সূর্য্যদেব-রূপেই যে জ্ঞানাধার বিদ্যমান্ প্রকাশমান্ আছেন, তাহা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। কিরণের বা জ্যোতির মূলাধার—সূর্য্যদেব; তাই 'সূর্য্যস্য' বলিয়া এখানে জ্ঞানাধার ভগবানের পরিচয় দেওয়া হইল। জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান যে অনেক দূরে, সাধারণ মনুষ্য-মাত্রের অজ্ঞানতার বিষয় স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধ হয়। আমরা অজ্ঞানতা-ঘোরে পরিমগ্ন আছি। আমরা জ্ঞানাধারকে নিকটে দেখিব কি প্রকারে? তাই "সূর্য্যস্য উদয়নাৎ পরাবতঃ" বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখি। সেই যে দূর-স্থান, অজ্ঞ আমাদিগের অপরিজ্ঞাত দৃষ্টির বহির্ভূত সেই যে দূরদেশ, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী সেই স্থান হইতেই আসিয়া থাকেন এবং আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশের "এষা" হইতে "অযুক্ত" পর্য্যন্ত অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"সুভগা" হইতে "বি যাতি" পর্য্যন্ত বাক্যে—সেই দেবী কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি কি প্রকারে আসেন? উত্তর—"শতং রথেভিঃ"; অর্থাৎ,—শতসংখ্যক রথের দ্বারা। 'শতং' পদ এখানে 'অশেষ-প্রকার বিবিধপ্রকার' অর্থ পরিজ্ঞাপক। 'রথেভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্ম-রূপ যান' বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইলেই প্রশ্নোত্তরে এখানকার ভাব এইরূপ দাঁড়াইতেছে; যথা,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী বা জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উদয় হন কখন—আমাদিগের সহিত তাঁহার মিলন হয় কখন? না—যখন বিবিধপ্রকার সৎকর্ম্মে আমরা অনুপ্রাণিত হয়।' বস্তুতঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। মন্ত্র এই সরল সুন্দর ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের উদ্বোধনা,—'মন! তুমি সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও; ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমার অধিগত হইবে; জ্ঞানের অধিকারী হইলেই সকল দুঃখের অবসানে পরম নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ তোমার অধিগত হইয়া আসিবে।' (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।

অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা

উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বং। অস্যাঃ। নানাম। চক্ষসে। জগৎ। জ্যোতিঃ কৃণোতি। সূনরী।

অপ। দ্বেষঃ। মঘোনী। দুহিতা। দিবঃ। উষাঃ।

উচ্ছৎ। অপঃ। স্রিধঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্যা' (উষসঃ, জ্ঞানোন্মেষিকায়া দেব্যাঃ) 'চক্ষসে' (প্রকাশায়) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'জগৎ' (প্রাণিজাতং, বিশ্বসংসার ইতি ভাবঃ) 'নানাম' (ননাম, প্রহ্বীভবতি), যতঃ 'সূনরী' (সুষ্ঠু গৃহকর্ত্রী, সুগৃহিণীরূপা সা দেবী) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানালোকপ্রকাশং) 'কৃণোতি' (করোতি, জ্ঞানালোকং বিতরতি ইতি ভাবঃ); সর্ব্বেষাং পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সা দেবী জ্ঞানালোক-প্রকাশাৎ লোকানাং নম্রতা ভবতি ইতি ভাবঃ; 'দিবঃ দুহিতা' (সত্যভাবোৎপন্না) 'মঘোনী' (পরমৈশ্বর্য্যবতী) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী) 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, হিংসকান্) 'অপ উচ্ছৎ' (অপবর্জয়তি, বিনাশয়তি), 'স্রিধঃ' চ (শোষয়িতৄন্ শত্রূন্ চ) 'অপ' (অপবর্জয়তি, বিনাশয়তি)। দেব্যাঃ প্রভাবেন সর্ব্বে শত্রবো বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮ম—৮ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রকাশে, বিশ্বসংসার প্রণত হয়; কেন-না, সুগৃহিণী-রূপে সেই দেবী জ্ঞানালোক বিতরণ করেন; (ভাব এই যে, সংসারের পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সেই দেবী জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বলোকের নমস্যা হয়েন); সত্ত্বভাবোৎপন্না পরমৈশ্বর্য্যবতী সেই দেবী হিংসকগণকে বিনাশ করেন এবং রক্তশোষণকারী শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করেন; (ভাব এই যে, সেই দেবীর প্রভাবে সকল প্রকার শত্রুগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৪৮ সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বং সর্ব্বং জগৎ জঙ্গমং প্রাণিজাতমস্যা উষসশ্চক্ষসে প্রকাশায় নানাম। প্রহ্বীভবতি। রাত্রৌ তমসি নিমগ্নাঃ সর্ব্বে জনাস্তন্নিবারয়িত্রীমুষসমুপলভ্য নমস্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। যস্মাদেষা সূনরী। সুষ্ঠু নেত্রী। অভিমতফলস্য প্রাপয়িতৃত্বাৎ জ্যোতিষ্কৃণোতি। সর্ব্বং প্রকাশয়তি। কিঞ্চ। মঘোনী মঘবতী ধনবতী দিবো দুহিতা দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্নোষা দ্বেষো দ্বেষ্ট্রূনপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তথা শ্রথঃ শোষয়িতৄনপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তস্মাদিষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারহেতুভূতামুষোদেবতাং বিশ্বং জগন্নমস্করোতীত্যর্থঃ॥

অস্যাঃ। ইদমোঽস্বাদেশ ইতাশাদেশোঽনুদাত্ত। বিভক্তিশ্চ সুপ্ত্যাদিরনুদাত্তত্বেন সর্ব্বানুদাত্তত্বং। নানাম। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। তুদাদিত্বে হি তুতুজান ইত্যাদাবিব পদকালেঽপি দীর্ঘঃ শ্রূয়তে। জ্যোতিঃ। ইণঃ ষ ইত্যনুবৃত্তাবিণ্যসোঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সমস্ত জঙ্গম প্রাণিসমূহ এই উষাদেবীর প্রকাশার্থ নত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্যার্থ এই—রাত্রিতে অন্ধকারে নিমগ্ন জনসমূহ অন্ধকারবিনাশিনী উষাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া নমস্কার করিয়া থাকেন। কেন নমস্কার করেন? যেহেতু অভীষ্টফলদাত্রী এই উষাদেবী সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও, ধনবতী দ্যুলোক হইতে উৎপন্না এই উষাদেবী হিংসকগণকে অপবর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ করেন। সেইরূপ শোষয়িতা-গণকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই হেতু, মঙ্গল-প্রাপ্তি ও অমঙ্গলের পরিহার-হেতুভূতা উষাদেবীকে সমস্ত জগৎ নমস্কার করিয়া থাকে।

অস্যাঃ। 'ইদমোঽস্বাদেশ' এই নিয়মানুসারে 'অস্' আদেশ এবং অনুদাত্ত হইয়াছে। 'বিভক্তিশ্চ সুপ্ত্যাদিরনুদাত্তত্ব' এই নিয়মে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। নানাম। 'সংহিতায়াং অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে। তুদাদিত্ব বিষয়ে 'তুতুজান' ইত্যাদি পদের ন্যায় পদ-কালেও দীর্ঘশ্রুতি হয়। জ্যোতিঃ। 'ইণঃ ষঃ' এই নিয়মের

সামর্থ্যে। পা০ ৮ ৩ ৪৪। ইতি বিসর্জনীয়স্য ষত্বং। দ্বেষঃ। দ্বিষঃ অপ্রীতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি বিচ্। ইণুপধগুণঃ। মঘোনী। মঘং ধনমিতি সম্ভজত ইতি মঘোনী। খন্নুক্ষণ্ণত্যাদিনা মঘবন শব্দঃ কানিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। স্ত্রিয়ামুন্নেভ্যো ঙীবতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়াং ঋযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি সম্প্রসারণং। উচ্ছৎ। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জনং। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইতি বর্তমানে লঙ্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীতাড়াগমাভাবঃ। শ্রথঃ। শ্রিথঃ শৈথিল্যে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্॥ (১ম—৪৮সূ ৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৫৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

———‡•‡———

উষাকালে প্রাণিসমূহ উষাকে নমস্কার করেন। রাত্রির অন্ধকারে সকলই আচ্ছন্ন ছিল; উষার আগমনে তাহারা প্রকাশ পাইল। তাহাদিগের নমস্কারের ইহাই কারণ। মন্ত্রের প্রথম পাদের এই প্রকার অর্থই প্রচলিত। দ্বিতীয় পাদের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'দ্যুলোকের দুহিতা উষা ধনবতী, তিনি দ্বেষকারিগণকে ও শত্রুগণকে অপসারিত করেন।' এ প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—উষার আলোক প্রকাশ পাইলে, দস্যুতস্করাদি পলায়ন করে, তাহাদিগের ভয় দূরে যায়। 'উষাকাল' সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত দেখি।

আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই

অনুবৃত্তি বিষয়ে 'ইণুসোঃ সামর্থ্যে' (পা০ ৮ ৩ ৪৪) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। দ্বেষঃ। অপ্রীত্যর্থক 'দ্বিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। ইণু উপধার গুণ হইয়াছে। মঘোনী। মঘ অর্থাৎ ধনকে সম্যক ভজনা করেন—এই বাক্যে 'মঘোনী' হয়। 'খন্নুক্ষন্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'মঘবন' শব্দ 'কানিন' প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনসিদ্ধ হয়। 'স্ত্রিয়ামুন্নেভ্যো ঙীপ্' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। 'ভসংজ্ঞায়াং ঋযুবমঘোনামতদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। উচ্ছৎ। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' এই নিয়মানুসারে 'লঙ্' হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অট' আগমের অভাব হইয়াছে। শ্রথঃ। শৈথিল্যার্থক 'শ্রথ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

উপলব্ধ হইবে। তথাপি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত "অস্যা চক্ষসে" পদদ্বয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন। ঐ দুই পদের অর্থ—'উষার প্রকাশে'। তাহার মর্ম্ম এই যে যে, 'হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইলে।' তখন কি হয়? "বিশ্বং জগৎ নানাম"; অর্থাৎ, সমগ্র সংসার তাঁহাকে নমস্কার করে—তচ্চরণে প্রণত হয়। জ্ঞানোদয়ে মানুষ যখন বুঝিতে পারে—জ্ঞানের কি মহীয়সী মহিমা, তখন জ্ঞানের উদ্দেশে সে যে মস্তক নত করিবে, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই ঐ মন্ত্রাংশে পরিবর্ণিত আছে। "সূনরী জ্যোতিঃ কৃণোতি"—এই বাক্যাংশের সার্থকতা ঐ পক্ষেই প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে, জ্ঞানদেবতা কেমন সর্ব্বপালিকা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় হৃদয়ে বিদ্যমানা থাকিয়া সকল দিকের শৃঙ্খলা-রক্ষা করেন। 'সূনরী' পদ প্রাধান্যতঃ শৃঙ্খলা-রক্ষার ভাব প্রকাশ করে। জ্ঞানোন্মেষে রিপুকুল উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না; দুর্দ্দমনীয় শত্রুরা পর্য্যন্ত তখন মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। সুগৃহিণীর শৃঙ্খলা-পরিচর্য্যায়, যুগপৎ স্নেহ-করুণায় ও শাসনশক্তি-প্রভাবে, যেমন সংসারের সকলেই প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে; এখানে, জ্ঞানোন্মেষে হৃদয় সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়;—হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ আদর পায়, অসদ্ভাব-সকল দণ্ড পায়। এই ভাব প্রকাশ পক্ষেই 'সূনরী' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ, এ পক্ষে, প্রথম পাদেরই পরিপোষক। জ্ঞানোন্মেষিকা উষাদেবীকে যে কি কারণে "দিবঃ দুহিতা" বলা হইয়াছে, তাহার কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত সত্ত্ব-ভাব হইতেই তাঁহার উৎপত্তি—এই মর্ম্মই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তিনি "মঘোনী"। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী যে পরমধনবতী, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানোন্মেষে মানুষ পরমার্থ ধন পর্য্যন্ত লাভ করে। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা। 'দ্বেষঃ' অর্থাৎ বিদ্বেষ্টাগণ এবং 'স্রিধঃ' অর্থাৎ শত্রুগণ সেই দেবীর কৃপায় যে নিঃশেষপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ও অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বহিঃশত্রু, সকল প্রকার শত্রুই জ্ঞানোন্মেষিকা

দেবীর প্রভাবে বিসর্জ্জিত বিদুরিত অপসারিত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

মন্ত্রে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মন্ত্রের উপদেশ, —'মানুষ! তুমি জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর শরণাপন্ন হও। তোমার সকল বিপদ দূরে যাইবে। তুমি পরম মঙ্গল লাভ করিবে।' (১ম—৪৮সূ—৮খা)॥

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।

আবহন্তী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং

ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু॥ ৯॥

পদ বিশ্লেষণং।

উষঃ। আ। ভাহি। ভানুনা। চন্দ্রেণ। দুহিতঃ। দিবঃ।

আবহন্তী। ভূরি। অস্মভ্যং। সৌভগং।

বিউচ্ছন্তী। দিবিষ্টিষু॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দিবঃ' (সম্বন্ধাৎ সম্বোধনে হে দেবি!) 'দিবিষ্টিষু' (ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'ভূরি' (প্রভূতং) 'সৌভগং' (সৌভাগ্যং, শ্রেয়ঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'আবহন্তী' (সম্পাদয়ন্তী, প্রদানানন্তরং ইতি যাবৎ); তথা 'ব্যুচ্ছন্তী' (তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী,

অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'চন্দ্রেণ' (হ্লাদকেন) 'ভানুনা' (জ্ঞানলোকপ্রকাশেন) 'আ' (সমন্তাৎ) 'ভাতি' (প্রকাশস্ব, হৃদি বিরাজস্ব)। হে দেবি! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতা সতী অস্মভ্যং হ্লাদকং জ্ঞানদানং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে সঞ্জাত হে দেবি! ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনে আমাদিগের জন্য প্রভূত সৌভাগ্য সম্পাদন পূর্ব্বক (প্রদান-পূর্ব্বক) আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া, আনন্দপ্রদ জ্ঞানালোক-প্রকাশের সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদিগকে পরমানন্দ-প্রদ জ্ঞান দান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দিবো দুহিতঃ। দ্যুলোকস্য পুত্রি। উষঃ। উষোদেবতে চন্দ্রেণ সর্ব্বেষামাহ্লাদকেন ভানুনা প্রকাশেন আ সমন্তাদ্ভাতি। প্রকাশস্ব। কিং কুর্ব্বতী। দিবিষ্টিষু দিবসেষু ভূরি প্রভূতং সৌভগং সৌভাগ্যমস্মভ্যমাবহন্তী। সম্পাদয়ন্তী। তথা বাচ্ছন্তী। তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী॥

উষঃ। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। দুহিতর্দিবঃ। পরমপি ছন্দসীতি দিব ইত্যস্য পরস্য ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবে সতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। আবহন্তী। ঙীপ শপৌ পিত্ত্বাদনুদাত্তৌ। শতৃশ্চাতুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বং। অতো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভূরি। প্রভবতি ন বিনশ্যতীতি ভূরি। অদিশব্দ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকপুত্রি উষদেবতে! আপনি সর্ব্বজনের আহ্লাদকর দীপ্তিদ্বারা সমস্ত দিক-সমূহকে প্রকাশিত করুন। কি করিবার জন্য? দিবসে প্রভূত সৌভাগ্য আমাদিগের দানের জন্য। সেইরূপ অন্ধকারসমূহকে বর্জ্জন অর্থাৎ দূর করিবার জন্য।

উষঃ। ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিত-হেতু উদাত্তত্ব হইয়াছে। দুহিতর্দিবঃ। 'পরমপি ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্ত-পদের পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায়ের আষ্টমিক পদে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। আবহন্তী। 'ঙীপ্' এবং 'শপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে শতৃ-প্রত্যয়ের 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। অতএব ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। সমাসে কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। ভূরি। উৎপন্ন হয় কিন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না—এই অর্থে ভূরি পদ হয়।

ভৃশুভিভ্যা ক্রিন্নিতি ক্রিন্। নিত্তাদাত্তাদাত্তত্বং। সৌভগং। সুভগস্য ভাবঃ সৌভগং। সুভগাদ্যন্ত্র ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাদঞ্ প্রত্যয়ঃ। হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা০ ৭।৩।১৯। ইত্যুভয়-পদবৃদ্ধৌ প্রাপ্তায়াং সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পান্তে ইতি বচনাদুত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি বুদ্ধা-যুক্তং। যুচ্ছন্তী। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। তৌদাদিকঃ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকান্ত-লাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। দিবিষ্টিষু। দিব্ শব্দেন দিবিষ্ট আদিত্যো লক্ষ্যতে। তস্যেষ্টয় এষণানি গমনানি যেষু দিবসেষু তে দিবিষ্টয়ঃ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৫৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:০০:——

উষাকালকে সম্বোধন করিয়াই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়া থাকে,—'স্বর্গের নন্দিনি হে উষা! তুমি আনন্দদায়ক আলোকের সহিত প্রকাশিত হও। প্রচুর সৌভাগ্য আনয়ন কর। আর, যজ্ঞ-সময়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেও।' এ পক্ষে উষার আগমন-প্রার্থনাই পরিকল্পিত দেখি।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি একটু দৃষ্টিসঞ্চালন করুন। "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদে যে ভাব আসে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সত্ত্বভাব হইতেই সঞ্জাত হন, সৎকর্ম্ম মুদ্ভূত সত্ত্বভাবই ঐ দেবীর জনয়িতা,—ঐ পদে এই মর্ম্মার্থই প্রাপ্ত হই। তাই "সত্ত্বো-ভাবোৎপন্না" প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। "দিবিষ্টিষু" পদের অর্থ—কোনও ব্যাখ্যাকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা ঐ পদে "যজ্ঞসময়েষু

'আদিশদিভূশুভিভ্যা ক্রিন্' এই নিয়মানুসারে 'ক্রিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সৌভগং। সুভগের ভাব এই অর্থে 'সৌভগং' পদ হয়। এখানে 'সুভগাং' প্রভৃতি পদ উদ্গাত্রাদি-বিষয়ে পাঠ-হেতু 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ' (পা০ ৭।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে উভয় পদের বৃদ্ধি-প্রাপ্তি বিষয়ে 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পান্তে' এই বচন-হেতু এই স্থলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হয় নাই—এইরূপ বৃত্তিতে উক্ত আছে। 'যুচ্ছন্তী'। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জ্জন। তুদাদি-গণীয়। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুক স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। দিবিষ্টিষু। 'দিব' শব্দের দ্বারা দিবিষ্ট অর্থাৎ আদিত্যকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহার অর্থাৎ আদিত্যের গমন আছে যে দিবসেতে তাহারা—এই বাক্যে 'দিবিষ্টয়ঃ' পদ হয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)।

প্রাতঃকালেষু" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ "দিবসেষু" মাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলি, ঐ পদে "ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনেষু" প্রতিবাক্য গ্রহণ করাই সঙ্গত হয়। প্রতিদিন আমরা যে কোনও সৎকর্ম্ম সাধন করি, ঐ পদে সেই সকল সৎকর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'দিব' পদে 'দিবসে কৃত' এবং 'ইষ্টি' পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম;—এই ভাব হইতেই 'দিবিষ্টি' পদ হয়। তাহারই সপ্তমীতে 'দিবিষ্টিষু' পদ প্রাপ্ত হই। ইহাতে কেবল মাত্র 'দিবসে' বা 'প্রাতঃ-কালে' অর্থ কেন পরিগৃহীত হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, আমাদিগের ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্ম-সাধনে সৌভাগ্য শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন;—মন্ত্রের একাংশের ("দুহিতর্দ্দিবঃ" হইতে "আবহন্তী" অংশের) ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ঐ অংশের প্রথম পদ—"রুচ্ছন্তী।" ঐ "রুচ্ছন্তী" পদে অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানালোক-প্রদানের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম অংশে কর্ম্মে শ্রেয়ঃ-সাধনের এবং এই দ্বিতীয় পদে অজ্ঞানতা-বিদূরণের এই দুই প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। তার পর বলা হইল—"চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি।" এ পক্ষে ভাষ্যের ভাবই গ্রহণ করুন। তাহাতেও প্রার্থনার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে। 'ভানুনা' পদে 'জ্ঞানালোকেন' প্রতিবাক্যই পরিগৃহীত হয়। 'চন্দ্রেণ' পদ, সেই জ্ঞানালোক যে কেমন—তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 'ভানুনা' পদে—রশ্মি জ্যোতিঃ তেজঃ বুঝায়। কিন্তু সে রশ্মি জ্যোতিঃ বা তেজঃ যে জ্বালাকর নহে, 'চন্দ্রেণ' বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। সে রশ্মি, সে জ্যোতিঃ, সে তেজ—আনন্দপ্রদ, সন্তাপ-নিবারক, স্নিগ্ধ। জ্ঞানের আলোক সত্যই এইরূপ প্রাণারাম ভাবাপন্ন। 'চন্দ্রেণ' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

প্রার্থনা—'আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হউক।' প্রার্থনা—'সে আলোকে স্নিগ্ধতা দান করুক।' প্রার্থনা—'সে আলোকে সন্তাপ নিবারিত হউক।' এখানকার 'চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি"—এই মন্ত্রাংশ এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি

যদুচ্ছসি সূনরি।

সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি

চিত্রামঘে হবং ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বস্য। হি। প্রাণনং। জীবনং। ত্বে ইতি। বি

যৎ। উচ্ছসি। সূনরি।

সা। নঃ। রথেন। বৃহতা। বিভাঽবরি। শ্রুধি।

চিত্রঽমঘে। হবং ॥ ১০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূনরি' (সুগৃহিণীরূপিণি সুপালয়িত্রি হে দেবি!) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বলোকস্য, প্রাণিজাতস্য) 'প্রাণনং' (সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা-সম্পাদকং, আত্মোন্নতিসাধকং) 'জীবনং' (জীবনধারণং) 'ত্বে হি' (ত্বয়ি এব বর্ত্ততে, তব কৃপয়া সম্ভবতি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'বি উচ্ছসি' (বিশেষেণ তমো বর্জ্জয়সি, সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকরোসি)। 'বিভাবরি' (হে প্রভাবিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং, অস্মদনুষ্ঠিতেন ইতি যাবৎ) 'বৃহতা' (মহতা, শ্রেষ্ঠেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপ-

যাসেন) অস্মদভিমুখং আয়াহি ইতি শেষঃ। 'চিত্রমঘে' (বিচিত্রৈশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি!) 'হবং' (অস্মাকং আহ্বানং) 'শ্রুধি' (শৃণু)। জ্ঞানোন্মেষাৎ সকলসৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিঃ প্রাণশক্তিশ্চ সঞ্জাতা ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অস্মদনুষ্ঠিতানি সৎকর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবতু। ইত্যেবং অভিপ্রায় ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সুগৃহিণীরূপিণি (সুপালয়িত্রি) হে দেবী! বিশ্ববাসীর (সর্ব্বলোকের) সৎকর্ম্ম-সাধন প্রচেষ্টা-সম্পন্ন (আত্মোন্নতিসাধক) জীবন-ধারণ আপনার কৃপার উপরই নির্ভর করে; যেহেতু, আপনিই সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন। অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি! তাদৃশী আপনি, আমাদিগের অনুষ্ঠিত মহৎ শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মরূপ-যানে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে—জ্ঞানোন্মেষেই সকল সৎকর্ম্ম সাধন-প্রবৃত্তি ও প্রাণশক্তি সঞ্জাত হয়; অতএব প্রার্থনা, জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক।')॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সুনরি। উষোদেবি বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং জীবনং প্রাণধারণং ত্বে হি ত্বায়ৈব বর্ত্ততে। যস্মাত্ত্বং যুচ্ছসি। তমো বর্জ্জয়সি। হে বিভাবরি বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তে সা তাদৃশী ত্বং নোঽস্মান্ প্রতি বৃহতা প্রৌঢ়েন রথেনায়াহীতি শেষঃ। তথা হে চিত্রামঘে বিচিত্রধনযুক্ত উষোদেবি নোঽস্মদীয়ং হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষাদেবি! বিশ্বের প্রাণিসমূহের কর্ম্মবিষয়ে চেষ্টা ও প্রাণধারণ আপনাতেই বিদ্যমান্ রহিয়াছে; যেহেতু আপনি অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। হে বিশিষ্টরূপপ্রকাশযুক্তে! উষাদেবি! সেইরূপ যে আপনি, আমাদের প্রতি (আমাদের সমীপে) বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করুন। হে বিচিত্রধনযুক্ত উষাদেবি! আপনি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন।

প্রাণনং। অন চেষ্টায়াং। লুট চেতি ভাবে লুট্। যোরনাদেশঃ। সমাসেঽনঞ্পূর্বে। পা০ ৮।৪।১৯। ইত্যুপসর্গস্থাদ্রকারান্নিমিত্তাদুত্তরস্য নকারস্য ণত্বং। নঞ্পূর্বেতিতীটা নির্দেশাৎ কথমন চেষ্টায়ামিত্যস্য ণত্বং। তর্হি জীবনস্য পৃথগুপাদানাদ্ধাতুনা চেষ্টা লক্ষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সংহিতায়ামেকাদেশস্বরেণৈকাদেশস্যোদাত্তত্বং। ত্বে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। উচ্ছসি। উছী বিবাসে। তৌদাদিকঃ। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সুনরি। সুষ্ঠু নয়তীতি সুনরী। নৃ নয় ইত্যস্মাদচ ইরিত্যৌণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। নিপাতস্য চেতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমন্ত্রাত্তরপদাদাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে আমন্ত্রিতস্য চেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। বিভাবরি। বিশিষ্টা ভা যস্যাঃ সা। ছন্দস্যুভয়থা বনিপৌ। পা০ ৫।২।১০৯।২। ইতি মত্বর্থীয়ো বনিপ। বনোরচেতি ঙীপ্ তৎসন্নিয়োগেন নকারস্য রেফাদেশশ্চ শ্রুধি। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। তেরপবাদেন প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। মঘমিতি ধননাম। চিত্রং মঘং যস্যাঃ সা চিত্রমঘা। অন্যেষামপি

প্রাণনং। চেষ্টার্থক 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুট চ' এই নিয়মানুসারে ভাববাচ্যে লুট্ হইয়াছে। 'যোরনাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে অন' আদেশ হইয়াছে। 'সমাসেঽনঞ্পূর্বে' (পা০ ৮।৪।১৯) এই সূত্রানুসারে উপসর্গস্থ অকার নিমিত্তের পর 'ন'-কারের 'ণত্ব' হইয়াছে। 'অনিতেঃ' এই নিয়মানুসারে টু নির্দেশ-হেতু কোনপ্রকার চেষ্টার জন্য 'ণত্ব' হইয়া থাকে। এখানে জীবনের পৃথক উপাদান-বিষয়ে ধাতুর চেষ্টাত্ব লক্ষ্য হইতেছে। সমাসে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সংহিতায়ামেকাদেশস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে একাদেশের উদাত্তত্ব হইয়াছে। ত্বে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীস্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। উচ্ছসি। বিবাসার্থক 'উছি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় বলিয়া, 'সিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুনরি। সুন্দররূপে নয়ন অর্থাৎ প্রাপণ করেন—এই অর্থে 'সুনরী' পদটী হয়। নয়ার্থক 'নৃ' ধাতুর উত্তর 'অচ ইরিতি' সূত্রানুসারে ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে কৃৎ-গ্রহণ-বিষয়ে গতিকারকের পূর্ব্বেরও গ্রহণ-হেতু 'কৃদিকারাক্তিন্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীষ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই নিয়মানুসারে আষ্টমিক নিঘাত হইয়াছে। বিভাবরি। বিশিষ্ট হইয়াছে 'ভা' অর্থাৎ দীপ্তি যাহার। 'ছন্দসি বনিপৌ' (পাঃ ৫।২।১০৯।২) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থক 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়া 'বনোরচ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'নকারের স্থানে 'র' আদেশ হইয়াছে। শ্রুধি। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক হইয়াছে। 'হি' র অপিত্ত্ব-হেতু প্রত্যয়স্বরের সহিত অন্তোদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। 'মঘ' ইহা ধনের নাম। চিত্র হইয়াছে মঘ অর্থাৎ ধন যাহার—তিনি চিত্রমঘা। 'অন্যেষামপি

দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। ভবং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন সম্প্রসারণঞ্চ॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে চতুর্থো বর্গঃ॥ ১।৪।৪॥

দশম (৫৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী সকল প্রার্থনাপূর্ণ। কেবল মন্ত্রের দুইটী অংশের অর্থ উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। প্রথম—"প্রাণনং জীবনং।" দ্বিতীয়—"বৃহতা রথেন।" প্রথমাংশের দুইটী পদই একার্থ দ্যোতক। 'প্রাণনং' বলিলেও যাহা বুঝায়, 'জীবনং' বলিলেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই ভাষ্যকার 'প্রাণনং' পদের প্রতিবাক্যে 'চেষ্টনং' এবং 'জীবনং' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রাণধারণং' পদদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল চেষ্টা ও প্রাণধারণ বলিলে, ভাব পরিস্ফুট হয় কি? 'চেষ্টা' বলিলেই, 'কি জন্য চেষ্টা'—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমরা বলি, সে আকাঙ্ক্ষা—সৎকর্ম্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা—আত্মোন্নতি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা। অজ্ঞানতা যখন দূরে যায়, তখন আত্মোন্নতিসাধনের কামনাই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন সৎকর্ম্ম-সম্পাদনেই প্রবৃত্তি উন্মেষ হয়। এই ভাবই প্রচ্ছন্ন আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে—"সূনরি" হইতে "বি উচ্ছসি" পর্য্যন্ত বাক্য, এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'বৃহতা রথেন' পদদ্বয়ে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'বৃহৎ রথে উষাদেবীর আগমনের' কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে রথ যে কি প্রকার রথ, কেহই তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই। সৎকর্ম্ম-রূপ রথেই যে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর আবির্ভাব হয়, সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারাই যে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। এতদ্বিষয়

দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ হইয়াছে। ভবং। শব্দ ও স্পর্দ্ধা অর্থক 'হ্বেঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ভাবেঽনুপসর্গস্য' এই নিয়মানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৪॥

পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে; অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ এ মন্ত্রে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের স্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তৎসঙ্কল্প-সাধনের জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।

তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে

ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

পদ-পাঠ।

উষঃ। বাজং। হি। বংস্ব। যঃ। চিত্রঃ। মানুষে। জনে।

তেন। আ। বহ। সুকৃতঃ। অধ্বরান্। উপ। যে।

ত্বা। গৃণন্তি। বহ্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'মানুষে' (মানুষত্বসম্পন্নে, সদ্ভাবান্বিতে) 'জনে' (লোকে, উপাসকে) 'চিত্রঃ' (আশ্চর্য্যকং, বৈচিত্র্যবিশিষ্টং, অসাধারণং) 'যৎ' (বাজং, অন্নং, ধনং, সৎকর্ম্মসম্বন্ধং—অস্তি ইতি যাবৎ) তৎ 'বাজং' (ধনং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম-সম্বন্ধং সঙ্কল্পং) ত্বং 'হি' (নিশ্চয়) 'বংস্ব' (যাচস্ব, কাময়সে ইতি ভাবঃ), 'তেন' (কারণেন, তদ্ধেতুনা) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'বহ্নয়ঃ' (যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদকাঃ, জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টা উপাসকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃণন্তি' (স্তুবন্তি, অর্চ্চয়ন্তি), 'সুকৃতঃ'

(সুষ্ঠুকৃতবতঃ, সৎকর্ম্মসাধকান্ তান্) তং 'অধ্বরং' (হিংসারহিতান্ যাগান্ সত্ত্বভাবান্) 'উপ' (সমীপে) 'আ বহ' (প্রাপয়)। সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ সাধবো জ্ঞানদাত্র্যা দেব্যাঃ কৃপয়া পরমং ধনং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাবান্বিত উপাসকের মধ্যে যে বিচিত্র অসাধারণ ধন আছে, যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্ম-রূপ (সত্ত্বভাব-রূপ) সেই ধন আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন; সেই কারণে, যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্ট উপাসকগণ আপনার অর্চ্চনা করে, সৎকর্ম্মসাধক তাহাদিগকে আপনি সত্ত্বভাব সমীপে (পরম পদে) লইয়া যান। (ভাব এই যে, সৎকর্ম্মসমন্বিত সাধকগণ জ্ঞানদাত্রী দেবতার কৃপায় পরম পদ প্রাপ্ত হন।)॥ (১ম—৮সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। বাজং হবির্লক্ষণমন্নং হি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধং বংস্ব। যাচস্ব। স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। যো বাজশ্চিত্রশ্চায়নীয়ো মানুষে মনুষ্যে জনে জাতে যজমানে বর্ত্ততে তং বাজমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তেন করণেন সুকৃতঃ সুষ্ঠু কৃতবতো যজমানানধ্বরান্ হিংসারহিতান্ যাগানুপাবক। প্রাপয়। যে যজমানা বহবো যজ্ঞনির্ব্বাহকাস্ত্বা ত্বাং গৃণন্তি স্তুবন্তি তান্ সুকৃত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি। যজমানৈঃ প্রদত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য পুনরপি তেষাং যজ্ঞং সম্পাদয়েতি॥

বাজং। বজ ব্রজ গতৌ। কর্ম্মণি ঘঞ্। অজিব্রজোশ্চ। পা০ ৭।৩।৬০। ইত্যত্র চশব্দস্যাপ্যুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদ্বাজো বাজমিত্যত্রাপি কুত্বাভাব ইতি বৃত্তাবুক্তত্বাৎ কুত্বাভাবঃ। কর্ম্মণ্যত্র ইত্যত্রোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বংস্ব। বসু যাচনে। অত্র যাচন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! শ্রুতিতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মনুষ্যরূপ যজমানে হবির্লক্ষণ অন্ন (অর্থাৎ অন্নরূপ হবি) বিদ্যমান আছে; সেই অন্নরূপ হবিঃ আপনি কামনা করেন; এবং সেই হবিঃ দ্বারা সুকৃতি যজমানগণকে হিংসারহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দেন। যে যজ্ঞনির্ব্বাহক যজমানগণ আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন, এই প্রকার যজমানগণকে। পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ উক্ত হয়, যজমান-প্রদত্ত হবিঃ স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

বাজং। 'বজ' ও 'ব্রজ' এই ধাতুদ্বয় গত্যর্থক। 'বজ' এই ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অজিব্রজোশ্চ' (পা০ ৭।৩।৬০) এই সূত্রে 'চ' শব্দের অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থ-প্রযুক্ত 'বাজো বাজং' এই স্থলেও 'কুত্বের' অভাব হয়। বৃত্তিতে এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া কুত্বাভাব হইয়াছে। 'কর্ম্মণ্যত্রঃ' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তিবিষয়ে বৃষাদিত্বপ্রযুক্ত আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। বংস্ব। যাচনার্থক 'বসু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

যাচিনা ধাতুনা তত্তত্ত্বরভাবো স্বীকারো লক্ষ্যতে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনুদাত্তেঙিত্সার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর। তি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সুকৃতঃ। সুকর্ম্মপাপেত্যাদিনা করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্। তুগাগমঃ। কৃতস্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অধ্বরান্। ধ্বরো হিংসা নাস্ত্যস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অধ্বরানিত্যস্যেপ্সিততমত্বাৎকর্ত্তুরীপ্সিততমং। পা০ ১।৪।৪৯। ইতি কর্ম্মসংজ্ঞা। সুকৃত ইত্যস্য ত্বকর্ম্মিতঞ্চ। পা০ ১।৪।৫১। ইতি। নীবহ্যর্হরতেশ্চেতি দ্বিকর্ম্মকেষু বহতেঃ পরিগণিতত্বাৎ। অধ্বরানিত্যত্র মকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটীতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি পূর্ব্বসবর্ণস্য সানুনাসিকতা। গৃণন্তি। গৃ শব্দে। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। স্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। শ্নাশ্নোরাত ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বহুবৃত্তয়োগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

• • •

একাদশ (৫৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহার পরিচয়-স্বরূপ ঋকের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ এইরূপ; যথা,—

(১) "হে উষোদেবতে যে যজমানগণ আপনাকে স্তব করেন, তাহাদিগকে

এই স্থলে যাচনার্থক ধাতুর দ্বারা তত্তত্ত্বরভাবী স্বীকারেরও লক্ষ্য হইতেছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক হইয়াছে। অনুদাত্ত-হেতু 'লসার্বধাতুক স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুকৃতঃ। 'সুকর্ম্মপাপ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে, 'করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্' এই সূত্রে, কৃ-ধাতুর উত্তর ভূতার্থে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'তুক্' আগম হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অধ্বরান্। 'ধ্বরঃ' অর্থাৎ হিংসা নাই ইহাতে—এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে 'নঞ্ সুভ্যাং' এই নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর-উদাত্ত হইয়াছে। 'অধ্বরান্' এই পদটীর ঈপ্সিততমত্ব-হেতু 'কর্ত্তুরীপ্সিততমং' (পা০ ১।৪।৪৯) এই সূত্রানুসারে কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়াছে। সুকৃত। এই পদটীর 'অকথিতঞ্চ' (পা০ ১।৪।৫১) এই সূত্রানুসারে 'নীবহ্যর্হরতেশ্চ' এই নিয়মানুসারে দ্বিকর্ম্মক মধ্যে 'বহ'-ধাতুর পরিগণিতত্ব-হেতু 'অধ্বরানি' এই স্থলে 'ন'-কারের সংহিতা-বিষয়ে 'দীর্ঘাদটি' এই নিয়মানুসারে 'রুত্ব' প্রাপ্তি হইয়াছে। 'আতোঽটি নিত্যম্' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-অকারের সানুনাসিকতা হইয়াছে। গৃণন্তি। শব্দার্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না' এই সূত্রানুসারে 'শ্না' প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। 'শ্নাশ্নোরাতঃ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুবৃত্তিযোগ-হেতু এখানে নিঘাত হয় নাই। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)।

আপনি উত্তম অন্নাদিসম্পৎ প্রদান করুন এবং তাহাদিগের যজ্ঞসমূহে দেবগণকে আনয়ন করুন"

(২) "হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞ-নির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর"

দুই প্রকার অর্থের বিভিন্নতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। এক অর্থে, দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য অর্থে, যজমানকে যজ্ঞে লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা প্রকটিত রহিয়াছে। সায়ণের ভাব—মধ্যপন্থানুসারী। মন্ত্রও যেমন সমস্যাপূর্ণ, তাঁহার ব্যাখ্যাও তদ্রূপ সমস্যা-উৎপাদক।

এখন, আমরা যে ভাবে অর্থ নিষ্কাসন করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথমতঃ "মানুষে জনে" একার্থ-বোধক এই দুইটী পদের একের অর্থের একটু বিশিষ্টতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সে জন কেমন? না—মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন। "মানুষে জনে" পদদ্বয়ে, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, যে জন সত্ত্বভাব-সম্পন্ন, ঐ দুই পদে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। তাঁহার কর্ম্ম যে বৈচিত্র্য-সম্পন্ন, অভিনব, অসাধারণ; 'চিত্রং' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'বাজং' পদে 'যজ্ঞ' বুঝায়। তাহা হইতে 'সৎকর্ম্ম' 'সত্ত্বভাব' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অন্ন, ধন প্রভৃতি অর্থও ঐ শব্দে দ্যোতনা করে। কিন্তু তদ্রূপ অর্থে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধনের সামর্থ্য-মূলক অন্ন-ধনাদিই বুঝাইয়া থাকে। শব্দ কয়েকটীর এবম্বিধ অর্থ উপলব্ধ হইলে, ভাব অবশ্যই প্রস্ফুট হইয়া আসে। ঐরূপ ভাবাপন্ন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানদাত্রী দেবী যে চির-সম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন, তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশ—"উষঃ" হইতে "বংস্ব" পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দেবীর অধিষ্ঠান কোথায় হয়—ঐ অংশে তাহাই প্রখ্যাপিত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"তেন" হইতে "আ বহ" পর্য্যন্ত অংশের—অন্তর্গত তিনটী পদ বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম—'বহ্নয়ঃ'। ঐ পদে সায়ণ 'যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। এ পক্ষে আমরাও তদনুবর্ত্তী আছি। তবে ঐ পদে 'জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, শব্দের উপযোগী অর্থই নিষ্কর্ষ হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস

করি। দ্বিতীয় পদ—'সুকৃতঃ'। উহার অর্থ—সৎকর্ম্মকারী সাধকগণ। 'অধ্বরান্' পদে হিংসারহিত যজ্ঞ অর্থাৎ সত্ত্বভাব বুঝায়। সত্ত্বভাবের ন্যায় হিংসারহিত যজ্ঞ আর কি হইতে পারে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই অংশের ভাব হয়,—'জ্ঞানী সাধকগণের অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া আপনিই তাঁহাদিগকে পরম পদ প্রদান করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সত্ত্বভাবের কামনা করেন এবং সেই সত্ত্বভাব সঞ্চয়েই মানুষ পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনার কাঙ্ক্ষণীয় সত্ত্বভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করুন। আর, তাহার ফলে আমি যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই।' (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

বিশ্বাঁ দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বং।

সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্য১মুষো

বাজং সুবীর্য্যং। ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্। দেবান্। আ। বহ। সোমঽপীতয়ে। অন্তরিক্ষাৎ। উষঃ। ত্বা।

সা। অস্মাসু। ধাঃ। গোঽমৎ। অশ্বঽবৎ। উক্থ্যং। উষঃ।

বাজং। সুঽবীর্য্যং॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি।) ত্বং 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, শুভসংস্কারার্থং, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলনার্থং। 'অন্তরিক্ষাৎ' (স্বর্গলোকাৎ [illegible]) [illegible] (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দেবাঁ' (দেবান্, দেবভাবান্) 'আ' [illegible], আনয় প্রাপয়)। 'উষঃ' (হে দেবি!) 'সা' (পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা ত্বং) গোমৎ' (গোমৎ জ্ঞান [illegible] সম্বিতং) 'অশ্বাবৎ' (ব্যাপকগুণবিশিষ্টং, প্রেমভক্তিযুতং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং) 'উক্থ্যং' (প্রশস্তং) 'বাজং' (ধনং, সৎকর্ম্মজাতং সত্ত্বভাবং) 'অস্মাসু' (অস্মভ্যং) 'ধা', নিধেহি, স্থাপয়)। হে দেবি! অস্মাকং যৎকিঞ্চিৎ সত্ত্বভাবোঽস্তি, তদুপলক্ষ্য অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সকল লোক হইতে সকল দেবতাকে (দেবভাবকে) আমাদিগের মধ্যে আনয়ন করুন। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা আপনি, জ্ঞানকিরণসমন্বিত প্রেমভক্তিবিশিষ্ট শোভনবীর্য্যোপেত প্রশংসনীয় সেই সত্ত্বভাব-রূপ ধনকে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের মধ্যে যে একটু সত্ত্বভাব আছে, তাহাই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া আপনি আমাদিগকে পূর্ণসত্ত্ব-ভাবসম্পন্ন করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! ত্বং সোমপীতয়ে সোমপানার্থমন্তরিক্ষাদন্তরিক্ষলোকাদ্বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবানাবহ। অস্মদীয়ং দেবযজনদেশং প্রাপয়। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং গোমৎ গোমন্তং বহুভির্গোভি-র্যুক্তমশ্বাবদশ্বৈরুপেতমুক্থ্যং প্রশস্তং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং বাজমন্নমস্মাসু ধাঃ। নিধেহি স্থাপয়েত্যর্থঃ॥

ধাঃ। দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্। গাতিস্থেতি সিচো লুক্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তুমি অন্তরিক্ষ অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে সমস্ত দেবতাগণকে আমাদিগের দেব-যজ্ঞদেশে আনয়ন কর। হে উষে! সেই তুমি বহু-গোসমূহযুক্ত এবং বহু-অশ্বযুক্ত প্রশস্ত নির্বীর্য্যবিশিষ্ট অন্ন আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান অর্থাৎ স্থাপন কর।

ধাঃ। 'দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্' এই নিয়মানুসারে প্রার্থনা-বিষয়ে 'লুঙ্' হইয়াছে।

বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেঽপীতাড়ভাবঃ। গোমৎ। অশ্ববৎ। মন্ত্রে সোমস্তেন্দ্রিয়েতি মতুপি দীর্ঘত্বং। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। উক্থ্যং। উক্থ্যং স্তোত্রং। তত্র ভবমুক্থ্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। উষঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সুবীর্য্যং। শোভনং বীর্য্যং যস্য বীরবর্য্যো চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

• • •

দ্বাদশ (৫৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

আবার—'সোমপীতয়ে'! আবার—'গোমৎ'! আবার—'অশ্ববৎ'! আবার—'বাজং'! সুতরাং অর্থও দাঁড়াইয়াছে সেইরূপ। সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য দেবগণকে আহ্বানের, এবং গোরুর ও ঘোড়ার আর সেই অন্নের প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয়, এখানে বিশেষরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। কেন-না, সোমপান বলিতে যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অশ্ববান্ বা গোমন্ত বলিতেই বা কি ভাব উপলব্ধ হয়, আমরা পুনঃপুনঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 'বাজং' পদের স্বরূপ তত্ত্বও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং এ মন্ত্রে কি ভাবে কোন্ ধনের প্রার্থনা আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 'উক্থ্য' পদে এখানে সায়ণ 'প্রশস্যং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহারই অনুসরণ করিলাম। তবে মন্ত্র মাহাত্ম্যের ভাবও উহার

'গাতিস্থেতি' নিয়মানুসারে 'সিচের' লুক হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। গোমৎ ও অশ্ববৎ। 'মন্ত্রে সোমস্তেন্দ্রিয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয় পরে দীর্ঘ হইয়াছে। উভয় স্থানেই 'সুপাং সুলুক' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির 'লুক' হইয়াছে। উক্থ্যং। উক্থ্য শব্দের অর্থ স্তোত্র। 'উক্থে ভব' এই অর্থে 'ভবেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উক্থ শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। সকল বিধিই ছন্দবিষয়ে বিকল্পে বিহিত হয়—এই হেতু 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বরের উদাত্তত্বের অভাব স্থলে 'তিৎস্বরিতম্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। উষঃ। 'আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সুবীর্য্যং। শোভন অর্থাৎ সুন্দর বীর্য্য যাহার—এই বাক্যে সুবীর্য্য পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বীরবর্য্যো চ' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ।)

• • •

মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। উহাতে 'বাজং' পদের স্বরূপ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। 'বাজং' বা সত্ত্বভাব রূপ ধন (অথবা জীবন-কারণভূত অন্ন) কত প্রকারে সঞ্জাত উৎপন্ন হইতে পারে, 'উক্থ্যং' প্রভৃতি তাহা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রোচ্চারণে, জ্ঞান-ভক্তি-অর্জ্জনে, সুবীর্য্যবত্তায় অর্থাৎ সৎকার্য্য-সম্পাদনে বীরত্ব সামর্থ্য প্রভৃতিই—ঐ 'বাজং' ধনের উৎপাদক। 'অন্তরিক্ষাৎ' পদে 'স্বর্লোকের' বা 'সংসারের সর্ব্বত্রের' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন-না, অন্তরিক্ষই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ফলতঃ, সকল দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ হউক, পরম ধন লাভ করি,—প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ) ॥

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যস্যা রুশন্তো অর্চ্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা

দদাতু সুগ্ম্যং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্যাঃ। রুশন্তঃ। অর্চ্চয়ঃ। প্রতি। ভদ্রাঃ। অদৃক্ষত।

সা। নঃ। রয়িং। বিশ্বহবারং। সুহপেশসং। উষাঃ।

দদাতু। সুগ্ম্যং ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্যা' (উষসঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (প্রকাশাঃ) 'রুশন্তঃ' (শত্রূন্ হিংসন্তঃ, ঔজ্জ্বল্যবিতরকাঃ, অজ্ঞানতাদূরীকারকাঃ) 'ভদ্রাঃ' (কল্যাণাঃ) 'প্রতি অদৃক্ষত' (প্রতিদৃশ্যন্তে); 'সা' (তাদৃশী উষা) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বিশ্ববারং' (বিশ্বস্য বারকং, বিশ্বৈর্বরণীয়ং) 'সুপেশসং' (শোভন-রূপোপেতং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপকং) 'সুগ্ম্যং' (সুখহেতুং, সুষ্ঠুগমনশীলং—ভগবৎসমীপে ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং—ধনরূপং) 'দদাতু' (প্রযচ্ছতু। দেব্যাঃ কৃপয়া জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অস্মাকং শত্রবঃ নাশং প্রাপ্নুবন্তু, কল্যাণং আগচ্ছতু; বয়ং পরমং ধনং লভামহে ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

যে উষাদেবতার প্রকাশে শত্রুগণের নাশকারী (অজ্ঞানতা দূরকারী) কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; সেই উষাদেবতা আমাদিগকে বিশ্বের বরণীয় (সর্ব্বজনপ্রিয়কারক) শোভনরূপযুত (ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপক) সুখহেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—'দেবীর কৃপায় জ্ঞানোন্মেষের সহ আমাদিগের শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হউক, কল্যাণ আসুক, এবং আমরা পরমধন লাভ করি।')। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণভাষ্যম্।

যস্যা উষসোঽর্চ্চয়ঃ প্রকাশা রুশন্তঃ শত্রূন্ হিংসন্তো ভদ্রাঃ কল্যাণাঃ প্রত্যদৃক্ষত। প্রতি-দৃশ্যন্তে। সা তাদৃশী উষাঃ নঃ অস্মভ্যং বয়িং দদাতু। কিদৃশং রয়িং। বিশ্ববারং। বিশ্বস্য বারকং। সর্ব্বৈর্বরণীয়ং। সুপেশসং পেশঃ ইতি রূপনাম। শোভনং রূপোপেতং। সুগ্ম্যং। সুষ্ঠু গম্যতে যত্র সুগ্ম্যমিতি সুপ্রত্যয়ঃ। ঋচ্ছত্যৃতামিবাচ্ছব্দঃ॥

রুশন্তঃ। রুশ রিশ হিংসায়াং। শতরি তুদাদিত্বাচ্ছঃ। অত্রুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি শিট্ত্বাদ্বিকরণস্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। অদৃক্ষত। দৃশেঃ কর্ম্মণি লুঙি ছস্যাদাদেশঃ। চ্লে সিচ্। ন দৃশঃ। পা০ ৩।১।৪৭। ইতি ক্সপ্রতিষেধঃ। একাচ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে উষাদেবীর অর্চ্চি অর্থাৎ দীপ্তিসকল শত্রুগণকে হিংসা করিয়া কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে; সেই উষাদেবী আমাদিগকে ধন দান করুন। ধন কীদৃশ? বিশ্বের বারক অথবা বিশ্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শোভনরূপযুক্ত ও সুগম্য, অথবা সুখহেতুভূত (এবংবিধ ধন)।

রুশন্তঃ। রুশ এবং রিশ ধাতু হিংসার্থক। 'রুশ' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় ও তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি' এই নিয়মানুসারে শিট্ত্ব-প্রযুক্ত বিকরণ স্বর প্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অদৃক্ষত। দৃশ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে লুঙ্ বিভক্তিতে 'ছস্য' আদেশ হইয়াছে। 'চ্লে সিচ' এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন দৃশ' (পা০ ৩।১।৪৭) এই সূত্রানুসারে 'ক্স'

ইতীট্ প্রতিষেধঃ। লিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু। পা০ ১।২।১১। ইতি সিচঃ। কিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। সৃজীদৃশোর্ঝল্যমকিতি। পা০ ৬।১।৫৮। ইত্যমাগমাভাবশ্চ কিত্বাদেব। ষত্বকত্বষত্বানি। অড়াগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বিশ্ববারং, বিশ্বং বৃণোতীতি বিশ্ববারঃ। বৃঞ্ বরণে। কর্ম্মণ্যণ্। যদ্বা বিশ্বৈর্ব্রিয়তঃ ইতি বিশ্ববারঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদাদ্যুদাত্তত্বং। সুগম্যং। সুষ্ঠু গন্তব্যং সুগম্যঃ। গমের্ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। তত্র ভবং সুগম্যং। ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম - ৪৮সূ— ৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৫৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। এক প্রকার অর্থে, উষাকালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'উষাদেবতার রশ্মিসকল উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়; তিনি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট সুখকারী ধন দান করুন।' অন্যপ্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'যে উষা শত্রুকে (অর্থাৎ অন্ধকারকে) নাশ করিয়া সুখকর রশ্মি বিস্তৃত করেন; তিনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন।'

আমাদের ব্যাখ্যা, ঐ দুই প্রকার ভাবের দ্বিবিধ অর্থের মধ্য দিয়াই প্রস্ফুট করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়াছি। একদিকে উষার উদয়ে যেমন

প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'কাঃ' এই নিয়মানুসারে 'ইট্‌র' প্রতিষেধ হইয়াছে। 'লিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু' (পা০ ১।২।১১) এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' প্রত্যয়ের 'কিত্' হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'সৃজীদৃশোর্ঝল্যমকিতি' (পা০ ৬।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে 'অম্' আগমের অভাব 'কিত্' হেতুই হইয়াছে। যত্ব হইয়া 'ষ' স্থানে 'ক্ষ' হইয়া পরে 'সিচের' 'স'-কারের ষত্ব হইয়াছে। 'অট্' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। বিশ্ববারং। বিশ্বকে বারণ করেন—এই বাক্যে 'বিশ্ববারঃ' পদটী হয়। বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'অণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা বিশ্বে বরণীয় এই অর্থে বিশ্ববার পদ কর্ম্মণি-বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মরুদ্বৃধাদিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুগম্যং। সুন্দররূপে গমন যোগ্য—এই অর্থে 'সুগম্যঃ' পদ হয়। 'গমের্ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মানুসারে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। সুগম্যে ভব—এই অর্থে 'সুগম্য' শব্দের উত্তর 'ভবেচ্ছন্দসি যৎ' এই নিয়মানুসারে ভবার্থে 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাব' এ নিয়মানুসারে আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

অন্ধকার দূর হয়, অন্ধকার-জনিত নানাপ্রকার শত্রুর বিভীষিকা দূরে যায়; অন্যদিকে সেইরূপ জ্ঞানোন্মেষের ফলে, অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হয়,—রিপুশত্রুর উপদ্রব দূরীভূত হইয়া থাকে। "অর্চ্চয়ঃ রুশন্তঃ" পদদ্বয়ে এই দুই ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। "ভদ্রাঃ প্রতি অদৃক্ষত"—বাক্যাংশে, 'কল্যাণ বা সুখ পরিদৃষ্ট হয়'—এই ভাব প্রাপ্ত হই। উষাকালের প্রকাশ-পক্ষে এবং জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে, উভয় পক্ষেই ঐ অর্থের সঙ্গতি আছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থের সহিত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রার্থনার সামঞ্জস্য থাকে না। 'বিশ্ববারং সুপেশসং সুগ্ম্যং'—এবংবিধ 'রয়িং' (ধন) উষাকাল যে কি প্রকারে প্রদান করিতে পারেন, তাহা কিন্তু বোধগম্য হয় না। কিন্তু 'উষার প্রকাশ' বাক্যে জ্ঞানোন্মেষ অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, সকল দিকেই সঙ্গতি দেখিতে পাই। জ্ঞানোন্মেষে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পক্ষে সকল বিশেষণই সঙ্গত হইতে পারে। 'রয়ি' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণের বিশ্লেষণ করিলে, বহু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। প্রথম—'বিশ্ববারং' পদ। ঐ পদে দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। একভাব—বিশ্বের বরণীয়; অন্যভাব—বিশ্বের বাধা অপসারক; ভগবৎ-পদপ্রান্তে উপনীত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞানোন্মেষে সে সকলই দূরে যায়। 'বিশ্ববারং' পদে সেই এক ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর এক ভাব—জ্ঞানোন্মেষে শ্রেষ্ঠত্ব অধিগত হয়। এইরূপ, 'সুপেশসং' পদে 'শোভনরূপোপেতং' প্রতিবাক্যে কি বুঝাইয়া থাকে? সে যে রূপ—সে এ সাধারণ রূপ নহে; সে রূপ—অরূপকে পাইবার রূপ। ঐ পদে এই ভাব পাওয়া যায়। 'সুগ্ম্যং' পদের সুষ্ঠুগমনশীলতা অর্থে, কোথায় গমনের সুষ্ঠুতা—তদ্বিষয় চিন্তা করিলে, মন অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিমগ্ন হয়। তাহাতে ভগবৎ-সকাশে গমনের উপযোগী ধনের বিষয়ই ঐস্থলে প্রখ্যাত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায়,—'হে দেবি! আমায় দয়া করুন; আমার জ্ঞানোন্মেষ হউক,—ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সামর্থ্য আমাতে সঞ্চিত হউক।' ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উতয়ে

জুহুরেঽবসে মহি।

সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ

শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। চিৎ। হি। ত্বাং। ঋষয়ঃ। পূর্ব্বে। উতয়ে।

জুহুরে। অবসে। মহি।

সা। নঃ। স্তোমান্। অভি। গৃণীহি। রাধসা। উষঃ।

শুক্রেণ। শোচিষা ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহি' (মহতীশক্তিসম্পন্নে হে দেবি!) 'পূর্ব্বে' (চিরন্তনাঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'ঋষয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ, ভগবন্মার্গাভিসারিণঃ ভগবদ্গতচিত্তাঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারার্থং) 'অবসে' চ (পরমধনপ্রাপ্তিনিমিত্তং) 'চিৎ হি' (নিরন্তরমেব) 'ত্বাং জুহুরে' (ত্বাং আহুতবন্তঃ), 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'শুক্রেণ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'শোচিষা' (প্রকাশেন) 'রাধসা' (ধনেন—পরমার্থপ্রাপ্তিহেতুভূতেন) সহ 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোমাঁ' (স্তোমান্, স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'গৃণীহি' (অস্মাকং প্রতি প্রীতিভাবঃ

প্রকাশয়, অস্মদুচ্চারিতৈঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ)। জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! জ্ঞানিনঃ তব স্বরূপং বিদিত্বা চিরকালং ত্বাং আরাধয়ন্তি; অজ্ঞানা বয়ং তব মহিমানং ন জানীমঃ; কৃপয়া এতৎ প্রার্থনাং শ্রুত্বা অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহতীশক্তিসম্পন্না হে দেবি! চিরকাল ভগবন্নাস্তচিত্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানিগণ উদ্ধারের জন্য এবং পরমধন প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর আপনাকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। হে সেই জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা প্রকাশমান্ পরমার্থপ্রাপ্তি-হেতুভূত ধনের সহিত আমাদিগের প্রার্থনা সমূহ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি! জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া চিরকাল আপনাকে আরাধনা করিয়া থাকেন; অজ্ঞান আমরা, আপনার মহিমা অবগত নহি; অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মহি মহিতে পূজনীয়ে বোষোদেবতে ত্বাং যে চিদ্ধি যে খলু প্রসিদ্ধাঃ পূর্ব্বে চিরন্তনা ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টার উতয়ে রক্ষণায়। অব ইত্যন্ন নাম। অবসেঽন্নায় চ জুহুরে। জুহ্বিরে। আহুতবন্ত। সূক্তরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং রাধসাস্মাভির্দত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন শুক্রেণ শোভিতা দীপ্তেন তমোনিবারয়িতুং সামর্থ্যেন তেজসা চোপলক্ষিতা সতী তেষামৃষীণামিব নোঽস্মাকং স্তোমানভি স্তুতীরভিলক্ষ্য গৃণীহি। সম্যক্ স্তুতমিতি শব্দয়। অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূজনীয়ে উষোদেবতে! যে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ ঋষিগণ অথবা মন্ত্রদর্শকগণ রক্ষণার্থ ও অন্নার্থ আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সূক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন; হে উষঃ! সেইরূপ তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিরূপ ধনের দ্বারা দীপ্ত হইয়া তমোরাশি দূর কর, সমর্থবিশিষ্ট তেজোযুক্ত হইয়া সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের ন্যায় আমাদের কৃত স্তবকে লক্ষ্য করিয়া 'সম্যকরূপ স্তব হইয়াছে' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ কর; অর্থাৎ, আমাদের স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট হও—ইহাই তাৎপর্য্য।

উত্তরে। অবতেঃ ক্তিনি অবস্তরেত্যাদিনা বকারস্যোপধায়াশ্চোট্। উতিযুতীত্যাদিনা ক্তিন্ প্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। জুহুরে। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ লিটাভ্যাস্তস্য চেতি দ্বির্বচনাৎ পূর্ব্বমেবাভ্যাস্তকারণভূতস্য হ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং অভ্যাস্তস্য যো হ্বয়তিঃ কশ্চাভ্যাস্তস্য হ্বয়তিঃ। যস্তস্য কারণমিতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ। পরপূর্ব্বত্বে হল ইতি দীর্ঘত্বং। দ্বির্বচনাদীনি। ইরয়োর্ রেভীরেচো রে আদেশঃ। চিৎ ইত্যস্যোদাত্তত্বং। যবৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তত্র চি পঞ্চমী নির্দ্দেশেঽপি ব্যবধানেঽপি কার্য্যং ভবতীত্যুক্তং। মহি। মহ পূজায়াং। ঔণাদিক ই-প্রত্যয়ঃ। কৃদিকারাদক্তিন্ ইতি ঙীষ্। সম্বুদ্ধাবস্বার্থেতি হ্রস্বত্বং। স্তোমান্। সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বাভাবং নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গৃণীহি। গৃ শব্দে। ক্র্যাদিকঃ। শিতি ত্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। রাধসা। রাধ্নোত্যনেনেতি রাধঃ। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উষঃ। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবে যাষ্টিকমামন্ত্রিতোদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

চতুর্দ্দশ (৫৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত তিনটি চারিটি পদের অর্থ উপলক্ষে নানা সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রথম—"পূর্ব্বে" পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ 'অতীত এক নির্দ্দিষ্টকালে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়—"অবসে" পদ। এই পদের 'অন্ন' অর্থ প্রায় সকল ভাষ্যকারই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরে। 'অব' ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া 'অবস্তর' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ব'-কারের ও উপধার স্থানে 'উট্' হইয়াছে। 'উতিযুতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত উদাত্ত নিপাতনসিদ্ধ। জুহুরে। শব্দ এবং স্পর্দ্ধার্থক হ্বেঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটাভ্যাস্তস্য চ' এই নিয়মানুসারে দ্বির্বচনের পূর্ব্বেই অভ্যাস্তকারণভূত 'হ্বে' ধাতুর সম্প্রসারণ হইয়াছে। অভ্যাস্তের যাহা, তাহা 'হ্বয়তিঃ' হয়। কাহার অভ্যাস্ত—সে পক্ষেও 'হ্বয়তিঃ' হয়। 'পরপূর্ব্বত্বে হল' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। দ্বির্বচনহেতু ঈন্ এবং 'ইরয়োর্' এই নিয়মানুসারে 'রে' আদেশ হইয়াছে। চিৎ এই পদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'যবৃত্তযোগাদনিঘাতঃ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত হয় নাই। সেই স্থলে পঞ্চমী নির্দ্দেশ থাকিলেও, ব্যবধান থাকিলেও কার্য্য হইবে—এইরূপ উক্ত আছে মহি। পূজার্থক 'মহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। 'কৃদিকারাদক্তিন্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। 'সম্বুদ্ধাবস্বার্থে' এই নিয়মানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। স্তোমান্। সংহিতা-বিষয়ে 'ন'-কারের 'রুত্ব' হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। গৃণীহি। শব্দার্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। 'শিতি ত্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রাধসা। 'রাধ্নোতি' অর্থাৎ আরাধনা করা যায় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে 'রাধ' পদ হয়। অসুন্ প্রত্যয়ের 'নিত্ব' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাতের অভাব-বিষয়ে যাষ্টিক আমন্ত্রিতের উত্তর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

তৃতীয়—"শুক্রেণ শোচিষা"। এই দুই পদে 'প্রদীপ্ত তেজঃ দ্বারা' অর্থই গৃহীত হয়। এই প্রকারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'পূর্ব্বে অনেক প্রসিদ্ধ ঋষি তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য ও অন্ন-সংস্থানের জন্য সূক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তব করিয়াছেন। সেই আপনি এখন আমাদিগকে ধন দান করুন, এবং আপনার তেজঃ দ্বারা আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া 'গ্রহণ করিলাম' এইরূপ ভাব প্রকাশ করুন।' এ পক্ষে ভাব এই যে,—'সেই ঋষিদিগের পূজা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমাদিগের পূজাও সেই ভাবে গ্রহণ করুন, এবং বলুন—'গৃণীহি' (সম্যক্ স্তুতং ইতি বদ)।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে, একটা নির্দ্দিষ্ট-কালের ও নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সম্বন্ধ সূচিত হয়; অধিকন্তু উষাদেবীকে মনুষ্যের ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট ও প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। আর তাহাতে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এবং দেবতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব গ্রহণে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতঃপর আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তদ্বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। 'পূর্ব্বে' পদ পূর্ব্বেও নানা স্থানে পাইয়াছি। সে সকল স্থানে ঐ পদে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতে পাই। অধিকন্তু এখানে দেখিতেছি, সায়ণও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রে তাঁহার অর্থ একরূপ ছিল; আর এখানে আর একরূপ হইল, এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত তাহা মিলিয়া গেল। সুতরাং 'পূর্ব্বে' পদে নিঃসংশয়ে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থই পরিগৃহীত হইবে। 'উতয়ে' ও 'অবসে' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'উদ্ধার-প্রাপ্তির' এবং 'পরম ধন লাভের' আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। "শুক্রেণ শোচিষা রাধসা"—এই বাক্যাংশে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশে পরমার্থ রূপ ধন প্রাপ্তির ভাব আসে। ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা আমাদিগকে পরম ধনের অধিকারী করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "গৃণীহি" পদের প্রতিবাক্যে 'সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইলাম—এইরূপ বলা' এবম্বিধ বাক্যই প্রয়োগ করা যায় বটে; কিন্তু উহার মর্ম্ম—'আমাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হউন।' সায়ণও সেই মর্ম্মই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনার যাহা ভাব

দাঁড়ায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—'জ্ঞানিগণ, সংসারত্যাগী ঋষিগণ, ভগবদ্ব্যস্ত-চিত্ত সাধকগণ, নিত্যকাল সেই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। উদ্ধার ও পরমার্থ-লাভই তাঁহাদিগের সে অর্চ্চনার লক্ষ্য। আমরাও সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। হে দেবি! আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা-পরায়ণা হউন;—আমাদিগের এই পূজা গ্রহণ করুন।' (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারা ঋণবো দিবঃ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দ্দিঃ প্র

দেবি গোমতীরিষঃ। ১৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যৎ। অদ্য। ভানুনা। বি। দ্বারৌ। ঋণবঃ। দিবঃ।

প্র। নঃ। যচ্ছতাৎ। অবৃকং। পৃথু। ছর্দ্দিঃ। প্র।

দেবি গোঽমতীঃ। ইষঃ॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি।) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অদ্য' (প্রতিদিনং নিত্যং) তব 'ভানুনা' (প্রকাশেন) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'দ্বারা' (দ্বারৌ, মার্গৌ—জ্ঞান-ভক্তি-রূপৌ) 'বি' (বিনির্গত্য, বিশেষেণ প্রকটিতভূতা সতী) ত্বং 'ঋণবঃ' (প্রাপ্নোষি—লোকান্

ইতি শেষঃ) : তস্মাৎ (প্রার্থনায়াং সাহসী ইতি ভাবঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অবৃকং' (হিংসকরহিতং, বিদ্বেষশূন্যং) 'পথু' (বিস্তীর্ণং, পৃথ্বীভূতং সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকং) 'ছর্দ্দিঃ' (গৃহং, হৃদয়ং) 'প যচ্ছতাৎ' (প্রযচ্ছ দেহি); অপিচ, 'দেবি' (হে জ্যোতনাত্মকে!) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুক্তান্) 'ইষঃ' (ইষ্টবস্তূন্) 'প' (প্রযচ্ছ)। জ্ঞানপ্রদায়কা দেবী জ্ঞানভক্তিকিরণমার্গেণ লোকান্ প্রাপ্নোতি। স দেবী অস্মভ্যং হিংসাদ্বেষপরিশূন্যং সর্ব্বলোকপ্রীতিভূতং হৃদয়ং প্রযচ্ছতু ইষ্টং চ প্রাপয়তু। ইতি ভাবঃ। (১ম - ৪৮সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! যে হেতু আপনার প্রকাশের দ্বারা, শুদ্ধ-সত্ত্বভাবের দ্বারস্বরূপ জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়া বাহির হইয়া (বিশেষ-প্রকারে প্রকটিত হইয়া), নিত্যকাল আপনি লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন; তজ্জন্যই (প্রার্থনা করিতে সাহসী হইতেছি যে) আপনি আমাদিগকে হিংসকরহিত (বিদ্বেষপরিশূন্য) সকলের প্রীতিসাধক প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করুন। আর, হে জ্যোতনাত্মকে, জ্ঞানকিরণসহযুত ইষ্টবস্তুসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'জ্ঞানপ্রদায়কা দেবী জ্ঞান-ভক্তির পথ দিয়াই লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন। প্রার্থনা, সেই দেবী আমাদিগকে হিংসাদ্বেষপরিশূন্য সর্ব্বলোকপ্রীতিপ্রদ হৃদয় প্রদান করুন এবং আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করুন।)॥ (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে উষঃ। ত্বমস্যাস্মিন্ প্রভাতসময়ে বস্তুয় স্বাত্মনা প্রকাশেন দিবোঽন্তরিক্ষস্য দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্‌ভাগাবন্ধকারেণাচ্ছাদিতৌ বৃণবঃ। বিশ্লিষ্য প্রাপ্নোষি। তস্মাত্ত্বং নোঽস্মভ্যং ছর্দ্দিস্তেজস্বি গৃহং প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। কীদৃশং। ছর্দ্দিঃ। অবৃকং। হিংসকরহিতং। পৃথু। বিস্তীর্ণং। অপিচ হে দেবি দেবনশীলে গোমতীরুদকভির্গোভির্যুক্তা ইষোঽন্নানি। প্রেত্যুপসর্গস্যাবৃত্তের্বচ্ছতাদিত্যনুবর্ত্ততে। প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। ত্বদাগমনস্যাস্মদ্রক্ষণার্থত্বাদস্মদভীষ্টং গৃহাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! আপনি অদ্য এই প্রভাত-সময়ে (নিজ) প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তিদ্বারা অন্ধকারাবৃত অন্তরিক্ষের পূর্ব্বাপর দিক্ ভাগকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন অর্থাৎ দিক্‌সমূহের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন। সেই হেতু আপনি আমাদিগকে তেজস্বী অর্থাৎ দৃঢ় হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবনশীলে! আরও আমাদিগকে বহু গোযুক্ত অন্নসমূহ দান করুন। আপনার আগমনে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি আমাদিগের অভীষ্ট গৃহাদি প্রদান করুন। ইহাই তাৎপর্য্য।

ছর্দ্দিঃ। ছর্দ্দিঃ রিতিগৃহনাম। ছর্দ্দিঃ ছর্দ্দিরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। ঋণবঃ। ঋণু গতৌ। ছান্দসে শপ্তি সিপি তনাদিত্বাত্ত প্রত্যয়ঃ। ততো ব্যত্যয়েন শপি গুণাবাদেশৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত উপ্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। যণ্ বচনযোগাদনিঘাতঃ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্র নঃ। উপসর্গাদ্বহুলমিতি বহুবচনান্নসো নত্বাভাবঃ। বচ্ছতাৎ। দাণ্ দানে। শপি পাত্রেত্যাদিনা বচ্ছাদেশঃ। অবৃকং। নাস্তি বৃকোঽস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তত্বং। পৃথু। প্রথ প্রথানে। প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চেতি কুপ্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ছর্দ্দিরিতি গৃহনাম। উচ্ছৃদির্ দীপ্তিদেবনয়োঃ। অর্চ্চিশুচি-হুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইসিরিতী সিপ্রত্যয়ঃ। লঘুপধগুণঃ প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১৫৬)।

পঞ্চদশ (৫৮০) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টিও জটিল; এবং ঋক্‌টির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও জটিলতা পূর্ণ। সকল অর্থই সাধারণতঃ উষাকাল সম্বন্ধ প্রযুক্ত দেখি। কিন্তু তাহাতে কোন্ কথার পর যে কোন্ কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। অধিকন্তু, ঋকের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে অনুবাদটি এইরূপ; যথা,—

"হে উষাদেবি যেহেতু আপনি এই প্রাতঃকালে স্বপ্রকাশ দ্বারা অন্তরিক্ষের দ্বারস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছাদিত পূর্ব্বাপর দিক্ বিশিষ্টই এবং আলোকিত করিয়া আগমন করেন,

---

ছর্দ্দিঃ। ইতা গৃহের নাম। গৃহনামসমূহের মধ্যে 'ছর্দ্দিঃ ছর্দ্দিঃ' এইরূপ পাঠ আছে। ঋণবঃ। গত্যর্থক 'ঋণু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ছন্দবিষয়ে 'লঙ্' বিভক্তিতে 'সিপ্' প্রত্যয় পরে তনাদিগণীয় প্রযুক্ত 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। ততোত্তর ব্যত্যয়-হেতু গুণ ও অভাবাদেশ হইয়াছে। শপের 'পিত্ত্ব' হেতু অনুদাত্ত-নিবন্ধন 'উ' প্রত্যয়ের স্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যণ্ বচনযোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। দিবঃ 'উড়িদং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। প্র নঃ। 'উপসর্গাৎ বহুলং' এই নিয়মানুসারে বহুবচন প্রযুক্ত 'নসের' ণত্ব হয় নাই। বচ্ছতাৎ। দানার্থক 'দাণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শপ্' প্রত্যয় পরে থাকায় 'পাত্র' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'বচ্ছ' আদেশ হইয়াছে। 'অবৃকং'। বৃক নাই ইহাতে—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্ সুভ্যাং' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পৃথু। প্রথানার্থক 'প্রথ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'কু' প্রত্যয় ও সম্প্রসারণ হইয়াছে। ছর্দ্দিঃ—ইতা গৃহের নাম। দীপ্তিদেবন অর্থে 'উচ্ছৃদির্' ব্যবহৃত হয়। 'অর্চ্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্যঃ ইসির' এই নিয়মানুসারে 'ইসি' প্রত্যয় হইয়াছে, লঘু উপধার গুণ হইয়াছে এবং প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২৫॥

অতএব আপনি আমাদিগকে তেজস্বি বিস্তৃত ও হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবি গোধনযুক্ত অন্ন প্রদান করুন।"

'যেহেতু' পদের সহিত পরবর্ত্তী অংশের সম্বন্ধ-সংশ্রব বড়ই বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাব প্রকাশক। 'কি হেতু' কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রার্থে তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া বড়ই কঠিন। ঋকের অন্তর্গত দুই তিনটি পদ এইরূপ [illegible] হেতুভূত। প্রথম—"অদ্য" পদ ঐ পদে সাধারণতঃ 'আজি বা এই প্রাতঃকালে' অর্থ আসে। তাহাতে, নির্দ্দিষ্ট কোনও দিনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; মন্ত্রটী যেন সেই দিন রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল—এইরূপ কল্পনা করা যায়। দ্বিতীয় পদ—"দ্বারা"। এজন্য ভাষ্যকারকে এবং ব্যাখ্যাকারগণকে গভীর সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। পদটীকে সকলেই দ্বিবচনান্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বদিকে উষার উদয় হয়—ইহা তো কেহই অমান্য করিতে পারেন না। সুতরাং 'দ্বারা' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতে হইয়াছে—"দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্‌ভাগাবন্ধকারণাচ্ছাদিতৌ" ইত্যাদি। ইহাতে বড়ই টানিয়া বুনিয়া, পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে উষার উদয় হয়—ইত্যাদি কল্পনা করিতে হইতেছে। তৃতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদে 'অন্তরিক্ষের' অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে অন্তরিক্ষের দুই দ্বারে (পূর্ব্বে ও পশ্চিমে) উষার সম্বন্ধ দ্যোতিত হয়। এইরূপে ভাব দাঁড়াইয়াছে;—'হে উষা! তুমি যখন অদ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক আলো করিয়া অগ্রসর হইতেছ, তখন আমাদিগকে হিংসকরহিত তেজস্বী ও বিস্তৃত গৃহ দান কর; আর গোরু-যুক্ত অন্ন দেও।' এই তো প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম।

এখন, আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'অদ্য' পদে যে 'প্রতিদিন বা নিত্য' অর্থ গৃহীত হয়, [illegible] প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। যিনি যেদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার পক্ষেই মন্ত্রের অভিনবত্ব—ঐ 'অদ্য' পদে দ্যোতনা করিতেছে। "দিবঃ" পদে স্বর্গের এবং স্বর্গস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ আছে। এ বিষয়ও পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন, সেই যে 'দিবঃ' বা শুদ্ধসত্ত্ব, তাহার দুইটী দ্বার (দ্বারা) বলিতে

কি ভাব উপজিত হয়, বুঝিয়া দেখা যাউক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার কি? সেখানে যাইবার বা সেই অবস্থায় উপনীত হইবার অথবা সেই ভাবকে আহ্বান করিয়া আনিবার কি উপাদান বিদ্যমান্ আছে? জ্ঞান আর ভক্তি—এই দুই কি শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইবার দ্বার নহে? সৎকর্ম্মসহযুত যে জ্ঞান ও ভক্তি, তদ্দ্বারা সত্ত্বভাব অধিগত হয়। এখানে "দিবঃ দ্বারা" পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর প্রকাশেই ঐ দ্বার প্রকাশ পায়। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞান-সাহায্যেই আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইবার দুইটী পথ দেখিতে পাই। আবার সেই দুই পথ দিয়াই দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হন। আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞান-সাহায্যেই সেইরূপ জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখানে এক অচ্ছেদ্য পারম্পর্য্য সম্বন্ধ। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী জ্ঞান ভক্তির দুই দ্বার দিয়া আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মন্ত্রের "উষঃ" হইতে "বৃণবঃ" পর্য্যন্ত অংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর সেই দেবীর নিকট কি সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত দেবীর পূর্ব্বোক্ত ঐ পরিচয়ের কি সম্বন্ধ প্রখ্যাত আছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রর্থনার সামগ্রী—"ছর্দ্দিঃ" আর "ইষঃ"। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ—'গৃহ' এবং 'অন্ন'। কিন্তু ঐ 'ছর্দ্দিঃ' আর 'ইষঃ' কি প্রকার, তাহাদিগের স্বরূপ-তত্ত্ব বিশেষণ-কয়েকটীতে ব্যক্ত হইতেছে। 'ছর্দ্দিঃ' কেমন? না—'অরুকং' এবং 'পৃথু'। আর 'ইষঃ' কেমন? না—'গোমতীঃ'। প্রার্থী যে স্তরে অবস্থিত, তাঁহার পক্ষে সেই অর্থই ঐ দুই পদে কল্পনা করা যায়। এক অর্থে, শত্রুর ভয়-বিরহিত বিস্তৃত একখানা ঘর চাই; আর চাই—কতকগুলা গাভীযুক্ত অন্ন,—গোটাকতক গাই গরু আর কিছু ধান-চাল। এ অর্থ যে হয় না, তাহা আমরা বলি না। যে প্রার্থীর এই পর্য্যন্ত কামনা, মন্ত্র তাহাদিগকে এই অর্থই প্রদান করিবে। তবে দুঃখের বিষয়, উষাকালের সে শক্তিটুকুও নাই যে, তিনি বড় একখানা ঘর এবং গাভী ও ধানচাল প্রদান করিতে পারেন। পরন্তু ঐ প্রকার অর্থে পূর্ব্বাপর ভাব-নিবহের সামঞ্জস্যও থাকে না।

হবে কি? প্রার্থনাকারী তবে কিসের প্রার্থনা করিতেছেন? তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। দেবী—জ্ঞানদাত্রী। জ্ঞানের প্রভাব কার্য্যকরী হয় কোথায়? সে কি হৃদয়ে নহে? তাই 'ছর্দ্দিঃ' পদে যে গৃহকে বুঝায়, তাহা হৃদয় রূপ গৃহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে গৃহ কেমন হওয়া চাই? চাই—বিশাল বিস্তৃত। চাই—হিংসাদ্বেষাদি-পরিশূন্য। চাই—প্রেম-ভক্তিতে পরিপ্লুত। চাই—লোকানুরাগে পরিপূর্ণ। চাই—বিশ্বপ্রেমের অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত। আর চাই কি? চাই—'ইষঃ'। ঐ পদে অভীষ্টপূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। সে অভীষ্টপূরণই বা কেমন ভাবে সাধিত হইবে? তাহারই পরিচয় 'গোমতাঃ' পদে প্রাপ্ত হই। জ্ঞানকিরণ-সহযুতা হইয়া আমার যা-কিছু অভিলাষ প্রকাশ পায়, সকলই পূর্ণ হউক। অজ্ঞানতার আবিল্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা অনেক অভিলাষ প্রকাশ পায়। কুকার্য্য-সম্পাদনেও ইষ্টলাভ হইবে বলিয়া মানুষ মনে করে। কিন্তু এখানে প্রার্থনাকারী সেরূপ "ইষঃ" পূরণের কামনা করিতেছেন না। তাঁহার কামনা—তাঁহার প্রার্থনা,—'জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে ইষ্ট বলিয়া অনুভব করিব, সেই ইষ্ট সাধিত হউক।' মন্ত্র এই উদার উচ্চ ভাব বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রকটিত আছে।

উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' পদের সহিত প্রার্থনার কি সম্বন্ধ আছে, একটু সন্ধান করা যাইতে পারে। ঐ 'যৎ' পদের ভাবে বুঝা যায়, জ্ঞান-ভক্তির একটু অবকাশ-পথ পাইলেই দেবী সে পথে আগমন করেন,—হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হয়। প্রার্থীর তাহাই ভরসা। সেই ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া তিনি যেন বলিতেছেন,—'জ্ঞান-ভক্তির দুই পথ দিয়া আপনি মনুষ্যদিগের প্রতি স্বতঃকৃপাপরায়ণ হন; তাই প্রার্থনা,—আমার হৃদয়ে তাহাদের একটু উন্মেষ করিয়া দিয়া, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী আপনি, আমায় অনুগ্রহ করুন। অথবা, এই হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে একটু জ্ঞান-ভক্তির সংস্রব আছে, তাহারই মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে আপনার শুভাগমন হউক। আর, তাহার ফলে আমার অভীষ্ট আমি যেন লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা

মিমিক্ষা সামিলাভিরা।

সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং

বাজৈর্বাজিনীবতি ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। নঃ। রায়া। বৃহতা। বিশ্বঽপেশসা।

মিমিক্ষ্ব। সং। ইলাভিঃ। আ।

সং। দ্যুম্নেন। বিশ্বঽতুরা। উষঃ। মহি। সং।

বাজৈঃ। বাজিনীঽবতি ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'বৃহতা' (প্রভূতেন, শ্রেষ্ঠেন, মহতা) 'বিশ্বপেশসা' (বিশ্বরূপযুক্তেন, সর্ব্বখল্বিদংব্রহ্মস্বরূপেণ) 'রায়া' (রায়েণ, পরমধনেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং মিমিক্ষ্ব' (সংসিঞ্চ, অভিসিঞ্চ), তথা 'ইলাভিঃ' (স্তুতিভিঃ, মন্ত্রৈঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ); 'মহি' (হে মহতি প্রভাবিতে!) 'বিশ্বতুরা' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং বিনাশকৃতেন) 'দ্যুম্নেন' (যশসা, জ্যোতিষা)

'সং' (সংমিমিক্ষ্, সংসিঞ্চ); 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি!) 'বাজৈঃ' (সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যৈঃ, অন্নৈঃ, প্রচেষ্টাভির্ব্বা) 'সং' (সংমিমিক্ষ্, সংসিঞ্চ)। দেব্যাঃ কৃপয়া ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতিঃ শত্রুনাশমূলকো জ্ঞানবিকাশঃ সৎকর্ম্মসাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতয়ঃ সঞ্জাতা ভবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ পরমধন দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন; আর, মন্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। হে মহতি প্রভান্বিতে! সকল শত্রুর বিনাশহেতুভূত জ্যোতির দ্বারা আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করুন। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের (প্রচেষ্টার) দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। (ভাব এই যে—'দেবীর কৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তি, মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতি, শত্রুনাশমূল জ্ঞানবিকাশ, সৎকর্ম্ম-সাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতি সঞ্জাত হউক।')॥ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। নোঽস্মান্ রায়া ধনেন সংমিমিক্ষ্। সংসিঞ্চ। সংযোজয়েত্যর্থঃ। কীদৃশেন ধনেন। বৃহতা প্রভূতেন। বিশ্বপেশসা। পেশ ইতি রূপনাম। বহুবিধ রূপযুক্তেন। তথেলাভিরা। গোভিশ্চাস্মান্ সংমিমিক্ষ্। ইলেতি গোনাম। ইলা জগতীতি তন্নামসু পাঠাৎ। আকারঃ সমুচ্চয়ে পাদান্তে বর্ত্তমানত্বাৎ। উক্তঞ্চ। এতস্মিন্নেবার্থে দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইত্যাকার ইতি। কিঞ্চ হে মহি মহনীয় উষোদেবতে দ্যুম্নেন যশসা সংমিমিক্ষ্। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি যাস্কঃ। নিঃ ৫।৫। কীদৃশেন দ্যুম্নেন। বিশ্বতুরা। সর্ব্বেষাং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আমাদিগকে ধনদ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে ধনদান কর)। কি প্রকার ধন? প্রচুর এবং বহুরূপবিশিষ্ট। সেইরূপ গোসমূহের দ্বারাও আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে গোসমূহ দান কর)। ইলা ইহা গোনাম। ইলা জগতি—গো-নামসমূহ-মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে। আকারটী সমুচ্চয়ার্থক, পাদান্তে বর্ত্তমান জন্য। উক্ত হইয়াছে 'এতস্মিন্নেব' অর্থে 'দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইতি আকার'। আরও, হে পূজনীয় উষোদেবতে! আমাদিগকে যশ দ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে যশোভাগী কর)। যাস্ক বলিয়াছেন, 'দ্যুম্ন' শব্দে দীপ্তিবিশিষ্ট হয়—এই অর্থে যশ অথবা অন্নকে বুঝায়। কি

শত্রূনাং হিংসকেন। তথা হে বাজিনীবতি। অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে। বাজৈরন্নৈরস্মান্ সংমিমিক্ষ্। অন্নং বৈ বাজ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

রায়া। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিশ্বপেশসা। বিশ্বানি পেশাংসি যস্যাসৌ বিশ্বপেশসাঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি ব্যত্যয়েনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদাদ্যোদাত্তত্বং। যদ্বা মরুদ্বৃধাদির্দ্রষ্টব্যঃ। মিমিক্ষ্। মিহ সেচনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাব-হলাদিশেষৌ। চত্বকত্বসত্বানি। প্রত্যয়স্বরস্য সতি শিষ্টত্বাৎ স এব শিষ্যতে। পাদাদিত্বাদ-নিঘাতঃ। পূর্ব্বপদস্য সমানবাক্যস্থত্বাত্তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বাক্তব্যা ইতি বচনাৎ। বিশ্বতুরা। তূর্ব্বতীতি তূঃ। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। রাল্লোপ ইতি বকার লোপঃ। বিশ্বষাং তূর্বিশ্বতূঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। বাজিনীবতি। বাজোঽন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা তথোক্তা॥ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ১।৪।৫।

প্রকার দ্যুম্নের দ্বারা? সমস্ত শত্রুগণের হিংসাকারী দ্যুম্ন দ্বারা। হে অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে! (ঊষার সম্বোধন) অন্ন দ্বারা আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে অন্নদান কর)। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, অন্নকেই বাজ বলে।

রায়া। 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃহতা। 'বৃহন্ম-হতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিশ্বপেশসা। বিশ্ব-সকল হইয়াছে পেশাংসি যাহার—এই অর্থে বিশ্বপেশসা পদ হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে ব্যত্যয়-হেতু 'অসংজ্ঞায়ামপি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'মরুদ্বৃধাদি' সূত্র দ্রষ্টব্য। মিমিক্ষ্। সেচনার্থক মিহ ধাতু ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' স্থানে 'শ্লু:' হইয়াছে। দ্বির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ও ব্যঞ্জনবর্ণের (হলের) আদিভাগ অবশিষ্ট আছে। চত্ব প্রাপ্ত পরে 'চ' স্থানে 'ক' এবং 'ক'কারের পর 'স'কারের ষত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরের অবশিষ্টত্ব-হেতু তাহাই অবশিষ্ট থাকে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। পূর্ব্বপদের অসমান বাক্যস্থত্ব-হেতু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রানুসারে নিঘাত হয় না। সমানবাক্যস্থলে নিঘাত এবং 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' আদেশ বাক্তব্য—এই বচন-হেতু। বিশ্বতুরা। 'তূর্ব্বতি' অর্থাৎ হিংসা করে—এই বাক্যে তূঃ'। হিংসার্থক 'তুর্ব্বী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ চ' এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'রাল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ব-কার লোপ হইয়াছে। 'বিশ্বষাং তূঃ' এই বাক্যে 'বিশ্বতূঃ' হইয়াছে। 'সমাসস্য' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই বাক্যে 'বাজিনী' অর্থে 'ক্রিয়া' বুঝায়। সেইরূপ ক্রিয়া যাহার, সেই (বাজিনীবতি)॥ ১৬॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ। (১।৪।৫)॥

ষোড়শ (৫৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দার্থানুভূতির তারতম্যানুসারে সে প্রার্থনার ভাব বিভিন্নরূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে, প্রচলিত সাধারণ অর্থে যে চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা—"বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্বা।" উহার সাধারণ অর্থ—'প্রচুর বহুবিধ-রূপযুক্ত ধন দ্বারা অভিষিক্ত কর।' মন্ত্রের 'বিশ্বপেশসা' পদে ভাষ্যে 'বহুবিধরূপযুক্তেন' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদের ভাব—বিশ্বস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ; ঐ পদে 'ব্রহ্মস্বরূপ ধনের' প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের সহিত যাহা 'বিশ' (অবয়বীভূত) হইয়া আছে, তাহাই 'বিশ্বপেশসা' পদের মূল। তাহা হইতেই সেই 'সর্ব্বপল্লিদং' ব্রহ্মস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য আসে। সেই দৃষ্টিতেই আমরা ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ নিষ্কর্ষ করিলাম। আমাদের ভাব এই যে, ঐ অংশে ('বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্বা' অংশে) বলা হইয়াছে,—'যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান্ রহিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠধন ব্রহ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—"সমিলাভিরা।" এখানে 'ইলা' (ইড়া) পদ আছে। ঐ পদের অর্থ 'গাভী' কল্পনা করিয়া লইয়া, এখানকার প্রার্থনায় বলা হয়,—'আমাকে গরু প্রদান করুন।' সাধে কি আর বেদকে 'কৃষকের গান' বলে? এইরূপ অর্থ-নিষ্পত্তির জন্যই বেদ 'কৃষকের গান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'গো' শব্দের প্রয়োগ মাত্রেই গোরু, আবার অন্য যে কোনও শব্দে গোরু অর্থ আনা যাইতে পারিবে, তাহাতেই দাঁড় করাইতে হইবে—গোরু; কাজেই বেদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই 'ঈলে' (ঈড়ে, ইলে) পদ পাইয়াছি। সেই পদও যে ধাতু যে অর্থে প্রযুক্ত, এই 'ইলা' পদও সেই ধাতুর সেই অর্থই জ্ঞাপনা করে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্তুতিভিঃ' প্রদত্ত

পদ ব্যবহার করিয়াছি। 'মন্ত্রের দ্বারা আমায় অভিসিঞ্চিত করুন'—এখানকার এতদর্থের মর্ম্ম এই যে,—'মন্ত্রমাহাত্ম্য আমার অনুভূত হউক, মন্ত্রের ক্রিয়া আমাতে কার্য্যকরী হউক, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আমার জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত ও সাফল্য-প্রাপ্ত হউক।' আমরা মনে করি, ঐ অংশে এই ভাবই প্রকাশমান্।

মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—"বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন সং॥" এখানকার প্রচলিত অর্থ—'শত্রুনাশক যশঃ দ্বারা আমায় বিমণ্ডিত কর।' আমরা মনে করি, এখানে 'দ্যুম্নেন' পদে 'জ্ঞানজ্যোতিঃ' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বহিঃশত্রু, সকল শত্রুই জ্ঞানের নিকট পর্য্যুদস্ত হয়। হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলেই সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন' পদ-দ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা—"বাজিনীবতি বাজৈঃ সং।" এখানকার প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অন্নদাত্রি দেবি! আমায় অন্ন দেও।' বাজ-শব্দে ঘোটকও বুঝায়। সে অর্থ ধরিয়াও কেহ হয় তো এখানকার ভাব প্রকাশে বলিতে পারিতেন,—'হে ঘোটকদাত্রি দেবি! আমায় ঘোড়া দেও।' কিন্তু যাউক—সে সব জল্পনা-কল্পনা। আমরা যেদিক হইতে যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই আভাষ দিতেছি। আমরা বলি, প্রজ্ঞানময়ী দেবীর নিকট এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিলেও, যে অন্নে প্রাণশক্তি প্রদান করে—সেই অন্নের প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাপিত দেখি। অন্নেই সামর্থ্য আসে; অন্নই প্রচেষ্টা দেয়। সে পক্ষেও আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সার্থকতা দেখা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানময়ি! সৎকর্ম্মসাধনে আমায় শক্তিদান করুন।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

উপসংহারে এই মন্ত্রে প্রার্থনার এক অভিনব ক্রমপর্য্যায় লক্ষ্য করিতে পারি। সে পক্ষে মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা হইতে যথাক্রমে প্রথম প্রার্থনায় উপনীত হইবার একটী স্তর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শেষ বলা হইল—'আমায় সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য দেও।' তাহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'আমার হৃদয়ে সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সঞ্চিত হউক, যাহার দ্বারা

শত্রুনাশে আমার সামর্থ্য আসে।' এখানে বুঝিয়া দেখুন, সৎকর্ম্মের প্রভাবে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসিল। তাহার পূর্ব্বের প্রার্থনা,—'মন্ত্রশক্তি আমাতে কার্য্যকরী হউক।' জ্ঞানই সেই স্তরে লইয়া যায়। জ্ঞানসহযুত মন্ত্রই অভীষ্ট-ফল প্রদান করে। অবশেষে সর্ব্বপ্রথমের প্রার্থনার মর্ম্ম উপলব্ধি করুন। সৎকর্ম্মসহজাত জ্ঞান-সমন্বিত মন্ত্রশক্তির যে ক্রিয়া, এখানে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়াই—ভগবৎসান্নিধ্য-লাভ। কি প্রভাবে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হইবে, যথা-পর্য্যায় মন্ত্রাংশে পর-পর তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ পক্ষে এই এক মন্ত্রই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনের সমন্বয়-সাধনে কি প্রকারে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে, তাহারই প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিতেছে॥ (১ম—৪৮সূ—.৬ঋ)।

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

উষো ভদ্রেভিরিতি চতুস্ত্রিংশং ষষ্ঠং সূক্তং। অত্রানুক্রমতে। উষশ্চতুষ্কমানুষ্টুভং ত্বিতি। কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। তুহ্যাদি পরিভাষয়েদমুত্তরং চানুষ্টুভং পূর্ব্বত্রোষস্তং ত্বিত্যাদ্যাদি-ষ্বপি সূক্তমুষস্তং॥ প্রাতরনুবাকস্যোষস্তে ক্রতাবানুষ্টুভে। ছন্দস্যাৎ সূক্তং। সূত্রিতে হি। উষো ভদ্রেভিরিত্যানুষ্টুভং। আ০ ৪।১৪। ইতি আশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকস্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ অত্র প্রথমামৃচমাহ॥

• • •

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি চারিটী ঋক্ (নবম অনুবাকের) ষষ্ঠসূক্তে আছে। এই স্থানে তাহাই অনুক্রমিত হইতেছে। 'উষঃ' প্রভৃতি চারিটী ঋকের আনুষ্টুভ্ ছন্দ। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। 'তুহ্যাদি' পরিভাষা দ্বারা উত্তরভাগেরও অনুষ্টুভ্ ছন্দ। পূর্ব্বে 'উষস্তং ত্বিৎ' এই উক্তি হেতু এই সূক্তও উষাদেবতাবিষয়ক। প্রাতরনুবাকের উষসা ক্রতুতে আনুষ্টুভ ছন্দে বিনিয়োগ হয়। সূত্রিত আছে—'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি আনুষ্টুভ (আ০ ৪.১৪)। 'প্রাতরনুবাকস্যায়েন' এই বাক্যে অতিদিষ্ট-হেতু আশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্ত পরিদৃষ্ট হয়।